বাংলা দৈনিক
# জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>320 >>18 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩২০ >> << ১৮ই, ভাদ্র ১৪৩০>>

## জি২০ বৈঠকে নেই শি, হতাশ বাইডেন



**নয়া দিল্লি** : জি২০ বৈঠকে আসবেন না চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। রোববার এনিয়ে মুখ খুলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

রোববার হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানিয়েছেন, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং জি২০ বৈঠকে আসতে পারবেন না বলে যে খবর ছড়িয়েছে, তা নিয়ে তিনি হতাশ। বাইডেন জানিয়েছেন, জি২০'তে দেখা না হলেও অদূর ভবিষ্যতে শিয়ের সঙ্গে তার দেখা হবে। কিন্তু কোথায় এবং কবে দেখা হবে, সে বিষয়ে কিছু জানাননি বাইডেন। বাইডেন বলেছেন, ''আমি হতাশ। কিন্তু আমার সঙ্গে তার দেখা দ্রুত দেখা হবে।'' কিন্তু এবিষয়ে আর কোনো কথা বলেননি বাইডেন। বস্তুত, শি আসবেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এবিষয়ে একাধিকবার প্রশ্ন করা হলেও এখনো পর্যন্ত তারা কোনো স্পষ্ট উত্তর দেয়নি। চীনের তরফেও এখনও স্পষ্ট কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, শি জিনপিং জি২০ বৈঠকে আসবেন না। তার জায়গায় চীনের প্রিমিয়ার লি কিয়াং বৈঠকে যোগ দেবেন।৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে জি২০ বৈঠক চলবে। বাইডেন আসবেন ৭ তারিখ। ১১ তারিখ তিনি ভারত থেকে ভিয়েতনাম যাবেন। এপ্রসঙ্গে বাইডেন জানিয়েছেন, ভারত এবং ভিয়েতনাম দুই দেশই ''ভারত এবং ভিয়েতনাম দুই দেশের সঙ্গেই অ্যামেরিকার সমন্বয় বাড়াতে হবে। কারণ এই দুই দেশই অ্যামেরিকার সসঙ্গে সখ্য বাড়াতে চায়।''

পাকিস্তানের খবরের কাগজ দ্য নেশন সোমবার সূত্র উদ্ধৃত করে লিখেছে, জি২০ বৈঠকে নাও আসতে পারেন সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। তবে এবিষয়েও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখনো পর্যন্ত কোনো তথ্য দেয়নি।

### 'কৌশলগত পারমাণবিক হামলার' মহড়া চালিয়েছে উত্তর কোরিয়া

**সিউলঃ** শনিবার উত্তর কোরিয়া একটি কৌশলগত পারমাণবিক হামলার সিমুলেশন মহড়া পরিচালনা করেছে, যাতে ২টি দূর পাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল। রবিবার দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম এই তথ্য জানায়। দেশটির নেতা কিম জং উনের জাহাজ ও গোলাবারুদ উৎপাদন কারখানা পরিদর্শনের কথাও জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি। কোরিয়ার সংবাদমাধ্যম কেসিএনএ জানায়, শনিবার সকালে এই মহড়ার আয়োজন করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের সতর্ক করা, যে পারমাণবিক যুদ্ধ পরিস্থিতির মোকাবিলায় দেশটি প্রস্তুত থাকবে। এই মহড়ার মাধ্যমে পিয়ংইয়ং আবারো ওয়াশিংটন ও সিউলের কাছ থেকে আসা সম্ভাব্য হামলাকে নিরুৎসাহিত করতে সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করল। নকল পারমাণবিক ওয়ারহেডযুক্ত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ২টি কোরীয় উপদ্বীপের পশ্চিম সাগরের দিকে ছোঁড়া হয়। এগুলো পূর্ব নির্ধারিত ১৫০ মিটার উচ্চতায় প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার (৯৩০ মাইল) পথ অতিক্রম করে।

সর্বশেষ এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা এমন সময় এলো যখন মাত্রই দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র তাদের গ্রীষ্মকালীন যৌথ সামরিক মহড়া শেষ করেছে। উলচি ফ্রিডম শিল্ড নামের এই ১১ দিনব্যাপী মহড়া বৃহস্পতিবার শেষ হয়। এতে বি ওয়ান বি বোমারু বিমান অংশ নেয়। উত্তর কোরিয়া ওয়াশিংটন ও সিউলের কাছ থেকে আসা সম্ভাব্য হামলার বিপরীতে তাদের সামরিক সক্ষমতা বাড়িয়ে চলছে। গত মাসে এই ২ দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সামরিক সক্ষমতার উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর চুক্তির সমালোচনা করেছে উত্তর কোরিয়া।



### সামরিক অভ্যুত্থানের ৩ দিন পর সীমান্ত আবার খুলে দিল গ্যাবন

**গ্যাবন** : সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমের গ্যাবনের প্রেসিডেন্ট আলি বঙ্গোকে উৎখাত করার পর ৩ দিন দেশটির সীমান্ত বন্ধ রাখা হয়েছিল। শনিবার আবারো সীমান্ত খুলে দেওয়া হয়েছে। বুধবার জেনারেল ব্রিস ওলিগুই এনগুইমার নেতৃত্বে সামরিক কর্মকর্তারা ক্ষমতা দখল করে নেন। কর্মকর্তারা বঙ্গোকে নিজ বাসভবনে আটক করে রাখেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এনগুইমার নাম ঘোষণা করেন। এর মধ্য দিয়ে, বঙ্গো পরিবারের ৫৬ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। এটি গত ৩ বছরের মধ্যে এই মহাদেশের নবম অভ্যুত্থানের ঘটনা, যা এই অঞ্চলে সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়া সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। এসব ঘটনায় গত ২ দশকে আফ্রিকার গণতান্ত্রিক উন্নয়ন বিলীন হবার উপক্রম হয়। বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অভ্যুত্থানের নেতাদের ওপর আন্তর্জাতিক মহলের চাপ বাড়তে থাকলেও তারা শুক্রবার রাতে জানান, তাড়াহুড়ো করে তারা নির্বাচন দেবেন না। সেনাবাহিনীর মুখপাত্র জাতীয় টেলিভিশনে বলেন, স্থল, সমুদ্র ও আকাশ সীমান্ত খুলে দেওয়া হয়েছে কারণ জান্তা আইনের শাসনের প্রতি সম্মান এবং প্রতিবেশী দেশ ও বিশ্বের অন্যান্য সব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং তারা দেশটির আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা রক্ষা করতে চান।

### বাজার দর

| | |
|---|---|
| SENSEX | 65628.14 +240.98 |
| NIFTY | 19528.90 +93.50 |

### রাঁচি PARA UPDATE

| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
|---|---|
| 28.00 °c | 23.00 °c |

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .02 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .31 টা

### গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

### রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

#### রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের জন্য নির্বাচিত সরকার প্রয়োজন : মির্জা ফখরুল

**ঢাকা (এজেন্সী)** : বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার করার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা চেয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রবিবার (৩ সেপ্টেম্বর) রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান নিয়ে এক সেমিনারে দেয়া বক্তৃতায় বিএনপি মহাসচিব এ আহবান জানান। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের জন্য একটি নির্বাচিত সরকার প্রয়োজন। রাজধানী ঢাকার একটি হোটেলে, রোহিঙ্গা সংকট ও প্রত্যাবাসন কৌশল শীর্ষক এই সেমিনারের আয়োজন করে বিএনপি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। সেমিনারে মির্জা ফখরুল বলেন, দীর্ঘস্থায়ী রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের জন্য, জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আসা একটি নির্বাচিত সরকার প্রয়োজন। কারণ ঐ সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করবে। তিনি বলেন, এই সংকট (গণতন্ত্রের অভাব) শুধু বিএনপিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে না, এটা এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এর চেয়ে বড় সংকট, এর আগে আর আসেনি। আমরা কথা বলতে পারি না, বিচার, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা পাই না... এটা তো চলতে পারে না। নিউইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, পত্রিকাটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে যে কীভাবে বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ধীরে ধীরে, গোপনে ও নীরবে হরণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এই সেমিনারের মাধ্যমে আমি গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার করতে, সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিশ্ব সম্প্রদায় ও জনগণকে, বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। রোহিঙ্গা সংকট প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, বিএনপি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সহায়তায় সমস্যার সমাধান করবে। তিনি বলেন, জনগণের ম্যান্ডেট না থাকায়, আওয়ামী লীগ সরকার রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে আওয়াজ তুলতে পারে না। তাই এই সরকারকে অপসারণ না করলে, রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হবে না। বিএনপি মহাসচিব জানান যে মিয়ানমার থেকে আসা প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী কক্সবাজারের ক্যাম্পগুলোতে বারবার সংঘটিত সহিংসতা এবং গুলি চালানোর ঘটনায় উদ্বিগ্ন। এমন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিএনপি এই সেমিনারের আযোজন করেছে। তিনি বলেন, আমরা উদ্বিগ্ন যে সেখান থেকে উগ্রবাদের উত্থান ঘটছে কিনা কিংবা দেশে আবার সহিংস পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে কিনা। মূল প্রবন্ধে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে চলমান মানবিক ট্র্যাজেডি টেকসই এবং অর্থবহ পদক্ষেপের দাবি রাখে। গণহত্যার ছয় বছর অতিবাহিত হলেও, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবাসনে অগ্রগতির অভাব রয়েছে তা গভীরভাবে উদ্বেগজনক ও অগ্রহণযোগ্য। সত্য এই যে, আজ পর্যন্ত একজন রোহিঙ্গা শরণার্থীকেও প্রত্যাবাসন করা যায়নি।

## ফ্লোরিডায় ইডালিয়া আক্রান্তদের প্রতি বাইডেনঃ জাতি আপনাদের পাশে আছে

**নিউ ইয়র্ক** : প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আকাশ থেকে ফ্লোরিডার একটি বড় অংশজুড়ে হারিকেন ইডালিয়ার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর শনিবার তিনি এই ঝড়ের প্রকোপ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টারত শহরটি পায়ে হেঁটে সফর করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, রিপাবলিকান দলের অন্যতম প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ও ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস এই ডেমোক্র্যাটের (বাইডেনের) উপস্থিতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগগুলোকে বিঘ্নিত করতে পারে, এই কারণ দেখিয়ে বাইডেনের সঙ্গে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান। বাইডেনকে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুপস্থিতির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, ঘটনা যেভাবে এগিয়েছে, তাতে তিনি হতাশ নন। তবে তিনি এই অঙ্গরাজ্যের ২ রিপাবলিকান সিনেটরের অন্যতম, রিক স্কটের উপস্থিতিকে স্বাগত জানান। বাইডেন ফ্লোরিডাবাসীদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণাঙ্গ সমর্থন দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

সফর শেষ করে বাইডেন বলেন, ফ্লোরিডা ও সমগ্র দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের মানুষদের প্রতি একটি পরিষ্কার বার্তা দিতে আমি আজ এখানে এসেছি। তিনি একটি চার্চের বাইরে দাঁড়িয়ে বিবৃতি দেন। এই চার্চের ধাতব পাতের তৈরি ছাদের অংশবিশেষ ইডালিয়ার শক্তিশালী বাতাসে উড়ে গেছে এবং কাছাকাছি অবস্থিত একটি বাড়ির অর্ধেক ঝড়ে উপড়ে যাওয়া গাছের আঘাতে ধ্বংস হয়েছে। আমি আপনাদের গভর্নরকেও এ কথা বলেছি, যদি আপনাদের অঙ্গরাজ্যের কোনো কিছুর প্রয়োজন হয়, আমি সেটার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি, এই ঝড় সংশ্লিষ্ট যেকোনো কিছু। সমগ্র জাতি আপনাদের পাশে আছে এবং সম্পূর্ণ দায়িত্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আপনাদের সঙ্গেই থাকবো।

বুধবার সকালে ক্যাটাগরি ৩ ঝড় ইডালিয়া ফ্লোরিডার বিগ বেন্ড অঞ্চলে আঘাত হানে। এ অঞ্চলে খুব বেশি মানুষের বসবাস নেই। ফ্লোরিডায় বড় আকারে বন্যা ও ক্ষয়ক্ষতি সাধনের পর ইডালিয়া উত্তরে জর্জিয়া ও ক্যারোলাইনার দিকে এগিয়ে যায়।

শুক্রবার বাইডেন জানান তিনি ডিস্যান্টিসের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এর কয়েক ঘণ্টা পর গভর্নরের অফিস থেকে একটি বিবৃতি দেওয়া হয় যে এরকম কোনো পরিকল্পনা নেই। এসব পল্লী সম্প্রদায়ে এবং এরকম (ঝড়ের) প্রভাবের এত অল্প সময় পর শুধু নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে এবং এ ধরনের একটি বৈঠকের আয়োজন করতে হলে চলমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ বন্ধ করে দিতে হবে, ডিস্যান্টিসের মুখপাত্র জেরেমি রেডফার্ন এক বিবৃতিতে এ কথা জানান। শনিবার সকালে ওয়াশিংটন ছেড়ে যাবার সময় সংবাদদাতারা তাকে বৈঠকের বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন, আমি জানি না। তিনি (ডিস্যান্টিস) সেখানে থাকবেন না।



কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

### মানুষ ও রোবটের মধ্যে যে সংযোগ তৈরি হয়েছে, তা সত্যি হৃদয় ভরিয়ে দেয়

## জাপানে একাকিত্ব দূর করছে 'অবতার' রোবট

**টোকিও (এইমি এলিয়ট)ঃ** রোবট কি মানুষের চাকুরি খেয়ে নিচ্ছে? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের এই যুগে প্রশ্নটি আরো গুরুত্ব পাচ্ছে। জাপানে এক ক্যাফেতে রোবট কাজে লাগিয়ে মানুষের একাকিত্ব দূর করার এক অভিনব প্রকল্প নজর কাড়ছে। জাপানের রাজধানী টোকিওর 'ডন ক্যাফে' দেখতে সাধারণ রেস্তোরাঁর মতোই। কিন্তু কফি প্রস্তুতকারক ও পরিচারকদের পাশাপাশি সেখানে রোবটও কাজ করে। কয়েকটি রোবট চেয়ারে বসে অতিথিদের সঙ্গে গল্পগুজব করে। কয়েকটি আবার অর্ডার করা খাবার পরিবেশন করতে ব্যস্ত।

রেস্তোরাঁর অতিথিরা রোবটগুলির সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করতে চান। মানুষের মতো দেখতে অ্যান্ড্রয়েড যন্ত্রমানবগুলির একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলির মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো কোনো প্রযুক্তি নেই। এই রোবট আসলে এমন মানুষের অবতার, যারা দূর থেকে সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন। রোবটের চোখে বসানো ক্যামেরা, স্পিকার ও মাইক্রোফোনের কল্যাণে তথাকথিত পাইলটরা অতিথিদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে এই পাইলটরা শুধু বাসা অথবা হাসপাতালের ঘর থেকে কাজ করতে পারেন।

মায়া তাঁদেরই একজন। এক ক্রনিক রোগের কারণে তাঁকে এখন হুইলচেয়ারের উপর নির্ভর করতে হয়। ২৪ বছর বয়সি সেই নারীর কাছে কোনো চাকরি না পাওয়া অত্যন্ত কষ্টের অভিজ্ঞতা ছিল। 'ডন ক্যাফে'তে কাজ পেয়ে তাঁর জীবনটা বদলে গেল। নিজের অতীত তুলে ধরে মায়া বলেন, ''আমি অনেক চাকুরির আবেদন করেছি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা শেষ করার পর কোনো সুযোগ পাই নি। তখন খুব দুঃখ ও অবসাদ হয়েছিল। ভেবেছিলাম, কোনোদিন কাজ করতে পারবো না। তখনই পাইলটের এই চাকুরির খবর পেলাম। সেটা সত্যি অসাধারণ। আমার কাছে সেটা ছিল শেষ আশার আলো। অতিথিদের মনোরঞ্জন হলে, পরের বারও দেখা হবে কিনা, এমন প্রশ্ন শুনলে আজ আমি কৃতজ্ঞ বোধ করি। আমি মানুষকে কোনোভাবে সাহায্য করছি, সেটা জানতে পেরে আমার খুব আনন্দ হয়।''

ইয়োশিফুজি এই প্রকল্পের উদ্যোক্তা। তিনি অরি ল্যাবোরেটরি নামের কোম্পানির সহ প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার। এই কোম্পানি ক্যাফের ওরিহিমে রোবট তৈরি করে। ছোটবেলা থেকেই ইয়োশিফুজি একাকিত্বের সমস্যায় ভুগতেন। স্বাস্থ্যের সমস্যার কারণে অনেক বছর তিনি ক্লাসে যেতে পারেন নি। কেন্তারো বলেন, ''সাড়ে তিন বছর আমি স্কুলে যেতে পারি নি। সব সময়ে মনো হতো, অন্য একটা শরীর পেলে কী ভালোই না হতো! কারণ চোট পেলে বা হাসপাতালে ভর্তি হলেও অন্য একটি শরীরের কল্যাণে সামাজিক জীবনে অংশ নিতে পারতান।''

রোবট কি মানুষের চাকুরি খেয়ে ফেলছে? কেন্তারো ইয়োশিফুজি নতুন প্রযুক্তির সামাজিক সম্ভাবনা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, ''আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট কাজে লাগিয়ে আমাদের কাজ আরো দক্ষভাবে করা বা কর্মীর সংখ্যা কমাতে চাই না। বরং শয্যাশায়ী হয়ে পড়লে বা শরীর নড়াচড়া না করতে পারলেও যাতে আমরা কাজের জায়গা পেতে পারি, সেটাই হলো লক্ষ্য।''

রেই এই প্রথম বার ডন ক্যাফেতে এসেছেন। সেখানকার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। কোনো প্রত্যাশাও ছিল না। কিন্তু তাঁর দ্রুত রোবটের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস হয়ে গেছে। রেই বলেন, ''আমার মনে হয়, এটা দারুণ প্রকল্প। আশা করি, ভবিষ্যতে আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এটিকে একটা সূচনার জায়গা হিসেবে আমরা কাজে লাগাতে পারি। মানুষ ও রোবটের মধ্যে যে সংযোগ তৈরি হয়েছে, তা সত্যি হৃদয় ভরিয়ে দেয়।''

শারীরিক প্রতিবন্ধী বা ক্রনিক রোগীদের প্রায়ই সামাজিক মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়। সমালোচকদের মতে, সরাসরি অথবা অবতারের মাধ্যমে তাদের আরো বেশি অংশগ্রহণ স্পষ্ট লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ঘোষণা করা উচিত। সেটা সম্ভব হয়ে ওঠা পর্যন্ত ডন ক্যাফের রোবটগুলি একাকিত্ব কমিয়ে যাচ্ছে। পাইলট ও গ্রাহক - দুই পক্ষই এর সুফল পাচ্ছেন।

# মালদার মানিকচকের মথুরাপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিজেপি জনসভা অনুষ্ঠিত




**মালদা ঃ** মানিকচক ব্লক মন্ডল ২ নং কমিটির তরফে জনসভা।আর এই সভাকে ফ্লপশো বলে কটাক্ষ করেন তৃণমূল নেতা অরূপ দাস।মূলত,মানুষের নায্য অধিকারের দাবিতে,পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতি ও সন্ত্রাস,নারী ধর্ষণের অভিযোগ তুলে এবং মানিকচকের গঙ্গা ও ফুলহর নদীর ভাঙনের রোধের স্থায়ী সমাধানের দাবিতে বিজেপি এই জনসভাটি অনুষ্ঠিত হয়।মালদার মানিকচকের মথুরাপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সভাটি হয়।এদিন উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ মালদা বিজেপি সাংগঠনিক সভাপতি পার্থ সারথি ঘোষ,দক্ষিণ মালদা বিজেপি সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক গৌর চন্দ্র মন্ডল,দক্ষিণ মালদা বিজেপি যুব মোর্চা সভাপতি শুভঙ্কর চম্পটি,সুতপা মুখার্জি সহ জেলা ও ব্লক বিজেপি নেতৃত্ব।এদিনের জনসভা থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিজেপি নেতৃত্ব।অন্যদিকে বিজেপির ডাকা এই জনসভাকে কটাক্ষ করেন তৃণমূল নেতা অরূপ দাস। তিনি বলেন, বিজেপির জনসভাটি ফ্লোপশো হয়েছে।কোন লোকজন ছিল না।বিজেপি থেকে সাধারণ মানুষ মুখ ফিরিয়েছে। কারণ,দিনের পর দিন পেট্রোল,ডিজেল রান্নার গ্যাস সহ নিত্য প্রযোজেনীয় জিনিসের দাম আকাশ ছোঁয়া।

### মিজোরামে দুর্ঘটনায় মৃতর পরিবারের হাতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম

**মালদা ঃ** মিজোরামে রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় মৃত পরিবারের হাতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। রতুয়া দুই নম্বর ব্লকের ককলামাড়ি হাই স্কুল এবং ইংলিশ বাজারের বিনোদপুর হাই স্কুলে দুই জায়গায় আলাদাভাবে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মৃত পরিবারের হাতে রাজ্য সরকারের দুই লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় পাশাপাশি বিধবাদের মাসিক ভাতা এবং ফ্যামিলি বেনিফিট হিসাবে এককালীন ৪০ হাজার টাকা করে তুলে দেওয়া হয়। রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের কোল্লামারি হাই স্কুল সেই এলাকার ১৬ জন মৃত শ্রমিকদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং ইংরেজবাজারের বিনোদপুর হাই স্কুলে সাত জনের মৃতের শ্রমিকের পরিবারের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়।

রেলের তরফ থেকে যেভাবে শ্রমিকের মৃতদেহ দায়সারা ভাবে রক্তাক্ত অবস্থায় পাঠানো হয় তার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে কেন্দ্র সরকারকে আক্রমণ করেন রাজ্যের পুরো ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম মহাশয়।

### শিলিগুড়িতে ছাত্রী খুনের ঘটনায় আলিপুরদুয়ারেও মৌন মিছিল

**আলিপুরদুয়ার ঃ** শিলিগুড়ি মাটিগাড়ায় এক ছাত্রীর খুনের ঘটনায় আলিপুরদুয়ারেও একটি মৌন মিছিল বের করা হয়। শিলিগুড়ি মাটিগাড়াতে ছাত্রী হত্যাকাণ্ডে যুক্ত দোষীদের কঠোরতর শাস্তি দাবিতে রবিবার বিকেলে কালচিনি মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে কালচিনি এলাকায় মৌন মিছিল আয়োজিত হল । রবিবার বিকেল কালচিনির পুরাতন পেট্রলপাম্প এলাকা থেকে এই মৌন মিছিল বের করা হয়।এদিনের মৌন মিছিলটি কালচিনি বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে

### মহেশ্বরী মহিলা মন্ডলের সদস্যরা কৃত্রিম অঙ্গ দান করেন

**কোচবিহার ঃ** কৃত্রিম অঙ্গ প্রদান কর্মসূচি নিয়েছে মহেশ্বরী মহিলা মন্ডলের সদস্যারা। যাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মহেশ্বরী সেবা সমিতি কোচবিহার জেলা কমিটি। রবিবার তাদের সেই মহৎ কর্মযজ্ঞে এসে উপস্থিত হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। সংগঠনের মহিলারা যে ধরনের কর্মসূচি নিয়েছেন তা সত্যি একটি মহৎ কর্মসূচি বলে ব্যাখ্যা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। যে সমস্ত সাধারণ আমজনতা বিভিন্ন সময়ে জন্মগত ও নানান কারণে তাদের বিভিন্ন অঙ্গহানি করেছেন তাদের কৃত্রিমভাবে অঙ্গ দিয়ে সহযোগিতা করছেন মহেশ্বারী মহিলা মণ্ডলের সদস্যারা। তাদের এই উদ্যোগে স্বভাবতই খুশি প্রত্যেকে।

### শিলিগুড়ি সুভাষপল্লীর সারস্বত মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির

**শিলিগুড়ি ঃ** মন্দির চত্বরে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির। দুয়ারে সরকার দেখেছেন, দুয়ারে রেশন দেখেছেন । এবারে মন্দিরের দুয়ারে রক্তদান দেখুন । শিলিগুড়ি সুভাষপল্লীর সারস্বত মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে এই শিবিরের ব্যবস্থা করা হয় ।।সেই সঙ্গে ছিলো চোখের পরীক্ষা ছানির অপারেশন, সুগার ও ব্লাড টেস্ট ।।মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে খগেন্দ্রনাথ বলেন এই প্রথম আমরা মন্দির প্রাঙ্গনে এই সামাজিক কাজ করছি ।। সংগ্রহিত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয় । আজএই শিবির টি পরিচালনা করেন বন্ধুচল সোসাইটি।আজ এই মানবিক কাজের বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল সমাজ ও পুলিশ কর্মী বাপন দাস ।।আজ প্রথম রক্তদান করেন রুম্পা ধর ও কৃষ্ণা বোস ।।শহরের দুই প্রেমিক যুগল সৃজা ও ঋত্তিক রক্তদান করে সমাজের প্রতি বার্তা দিলো আজ

### সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে কলকাতায় রওনা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় টিএমসিপি ইউনিটের

**মালদা ঃ** তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে নির্ধারিত কর্মসূচি পালনের জন্য মালদা থেকে দফায় দফায় রওনা দিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীরা। শনিবার কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী সমর্থকরাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিটের সভাপতি আসিফ ইকবাল (গাব্বু) নেতৃত্বে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন সংগঠনের সদস্যরা। আসিফ ইকবাল (গাব্বু) জানান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচি সফল করতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিটের প্রচুর সদস্য কলকাতায় উপস্থিত থাকবেন।

## উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে এসে দীঘার সমুদ্র সৈকতে রক্তদান শিবির

**দীঘা ঃ** উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে এসে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির... সেটাও আবার দীঘার সমুদ্র সৈকতে এমন টাই করে দেখলো ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশন নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। চারিদিকে যখন সমস্ত ব্লাড ব্যাংকে দেখা যায় রক্তের চরম হাহাকার এমতাবস্থায় উত্তরবঙ্গ থেকে এতটা দুর পথ অতিক্রম করে ওল্ড দীঘার সমুদ্র সৈকতে রক্তদান শিবির করে ইতিমধ্যেই লোকসমাজে অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছেন। জানা গেছে সমুদ্র সৈকতে রক্তদান শিবির এটাই প্রথম এর আগে সমুদ্র সৈকতে রক্তদান শিবিরের কোনো ইতিহাস নেই। রক্তদান শিবিরটিতে মোট ২৫ জন রক্তদাতা তাদের মূল্যবান রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরের ব্যবস্থাপনায় ছিল রামনগর রক্ত মিত্র। রক্ত সংগ্রহ করে কাঁথি ব্লাড সেন্টার।এবার দীঘাতে নজিরবিহীন রক্তদান উৎসব করলেন টিম বিডিও। উক্ত কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশনের রাজ্য সম্পাদক রাজা বৈদ্য, উত্তরবঙ্গ কমিটির সম্পাদক সম্পাদক সুমন দাশ,সভাপতি কৌশিক দে। রামনগর রক্ত মিত্র সম্পাদক অনুপম মিত্র। ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশনের রাজ্য সম্পাদক রাজা বৈদ্য বলেন বিগত বছর গুলিতে আমরা সুন্দরবনে বোর্ডের উপর রক্তদান শিবির করেছি, পাহাড়ে দার্জিলিঙ এ রক্তদান শিবির করেছি, এবার সম্পন্ন হলো দীঘাতে। প্রতিটি রক্ত যোদ্ধাকে রক্তিম শুভেচ্ছা।

### উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ ওয়েভ কুপার এবং তৃণমূল শিক্ষা বন্ধু সমিতির

**কোচবিহার ঃ**চার মাসের অধিক সময় কেটে যাচ্ছে, তবে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই।সে কারণে আজ পুন্ডিবাড়ি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল শিক্ষা বন্ধু সমিতি এবং ওয়েভ কুপারের পক্ষ থেকে উপাচার্য নিযোগের দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করলেন তারা।বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত ওয়েব কুপার জয়েন কনভেনার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই এতে বিভিন্ন ভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা।বেতনে অসুবিধা হচ্ছে অস্থায়ী কর্মীদের। সেই সাথে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজে ব্রাত্য হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়।এর পর তিনি আরো বলেন যেহেতু রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিজেপি সমর্থিত অধ্যাপককে পাচ্ছেন না তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য দিচ্ছেন না। এদিন তাদের এই দাবিকে জনসমক্ষে আনতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের আন্দোলন।

### রাজ্য সরকার তথা শাসক দলেকে তীব্র কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর

**শিলিগুড়ি ঃ** সোমবার সপ্তম রোজগার মেলা অনুষ্ঠিত হলো দেশ জুড়ে। দেশের অনান্য জায়গার পাশাপাশি শিলিগুড়ি সংলগ্ন রাধা বাড়ি বএিসএফ ক্যাম্পেও এই রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পের অনুষ্ঠানে এদিন রাধাবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, সারা ভারতবর্ষে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই রোজগার মেলা চলছে, আজ সারা দেশে ৪৫ টি জায়গায় ক্যাম্পের মাধ্যমে যুবক - যুবতিদের হাতে নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর এদিন রাধাবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্পের রোজগার মেলায় ২৭১ জনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে।শিলিগুড়ির নাবালিকা মেয়ের ধর্ষণের অভিযোগের ঘটনায় এদিন রাজ্য সরকার তথা শাসক দলকে তীব্র কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এরা মনিপুর নিয়ে চিল্লাচিল্লি করছে অথচ এরা জানে না, এখানকার মেয়েরা লাঞ্ছিত, ধর্ষিত হচ্ছে। রাজ্যের যা পরিস্থিতি তাতে গনতন্ত্র এখানে অনেক নীচে নেমে গেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোট নিয়েও কটাক্ষ করেন। বলেন, এই জোটের কোনো সদ ইচ্ছা নেই, শুধুমাত্র সরকারকে, প্রধানমন্ত্রীকে নীচে নামানোর জন্য এই জোট। আগামীদিনে ক্ষমতায় বিজেপি আবার আসবে এবং আরও অনেক উন্নয়ন হবে বলে তিনি জানান।




### অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো তৃনমূল যুব কংগ্রেস

**শিলিগুড়ি ঃ** উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারের ঘরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো মাটিগাড়া ১ নং অঞ্চল তৃনমূল যুব কংগ্রেস।সোমবার দুপুরে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারের ঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয় তারা।বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, যেই এজেন্সিগুলি নিয়োগের বিষয়ে টেন্ডার নিয়েছে তারা বাইরের থেকে কর্মী নিয়োগ করাচ্ছে, এখানকার অনেক বেকার যুবক যুবতী রয়েছে যারা কর্মহীন। নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হচ্ছে বলেও তারা অভিযোগ তোলেন।তাদের দাবি স্থানীয় বেকার যুবক যুবতীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হোক এবং স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হোক

### তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ২৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হলো শিলিগুড়ি কলেজে

**শিলিগুড়ি ঃ** শিলিগুড়ি কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ২৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হলো।জানা গিয়েছে, এদিন প্রথমে শহীদ বেদীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ও পতাকা উত্তোলন করা হয়।উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রথম সভাপতি তথা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক মদন ভট্টাচার্য সহ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য ও কলেজের পড়ুয়ারা।এদিন মদন ভট্টাচার্য বলেন, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের জন্য আজকের দিনটি আবেগের।এদিন যাদবপুরের ঘটনা নিয়েও তিনি নিন্দা প্রকাশ করেন।

### সেপটিক ট্যাংকে পড়ে মৃত্যু দুই ভাইয়ের

**কোচবিহার ঃ** সেপটিক ট্যাংকে পড়ে গিয়েছিলেন ভাই। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে সেখানে পড়ে যান দাদাও। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জনেরই। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটার বড়নাচিনার কুটিপাড়া এলাকায়। মৃতরা হলেন সাদিকুল হক এবং নবীর হক। ট্যাংকের বিষাক্ত গ্যাসের জেরেই দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।এদিন সকালে সাদিকুল নিজের বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে গিয়ে কোনওভাবে সেখানে পড়ে যান। তাঁর চিৎকার শুনে ছুটে আসেন দাদা নবীর। ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে ট্যাংকে পড়ে যান দাদাও। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা গিয়ে দু'জনকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা

### এই মুখ্যমন্ত্রী থাকলে আবার বাঙালীদের উদ্বাস্তু হতে হবে,তোপ দাগলেন সুকান্ত মজুমদার

**জলপাইগুড়ি ঃ** মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে ভারত বিরোধী শক্তির সাথে সাহায্য করছে,আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে ডক্স বা অন্যান্য রাসায়নিক যেগুলি বড়ো বিস্ফোরক তৈরিতে কাজে লাগে এটাও যদি পাওয়া যায় আমি অন্ততপক্ষে অবাক হবো না, ধূপগুড়িতে নির্বাচনী প্রচারে যোগ দেওয়ার আগে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে নেমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তোপ দাগলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।এদিন তিনি আরো বলেন,যেভাবে গোটা রাজ্যজুড়ে অরাজকতার পরিস্থিতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করার চেষ্টা করছেন। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। এই মুখ্যমন্ত্রী থাকলে আবার বাঙালীদের উদ্বাস্তু হতে হবে।এরপর তিনি নির্বাচনী প্রচারে যোগ দিতে ধূপগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

### ফের অবৈধ নির্মানের বিরুদ্ধে পুরনিগমের অভিযান,গুড়িয়ে দেওয়া হয় ৯টি দোকান

**শিলিগুড়ি ঃ** শিলিগুড়ি সংলগ্ন ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় ফের তৈরি হচ্ছে অবৈধ নির্মান।খবর পেয়েই অভিযান চালালো শিলিগুড়ি পুরনিগম।এদিন জেসিবি দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয় ৯টি দোকান।জানা গিয়েছে, বেশকিছুদিন আগেই ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় পিডব্লিউডি এর জমিতে তৈরি অবৈধ নির্মান ভেঙে দেওয়া হয়।সেখানে ফের তৈরি করা হচ্ছে অবৈধ নির্মান।এই খবর পেয়েই সোমবার সকালে শুরু হয় অবৈধ নির্মান ভেঙে দেওয়ার কাজ।ঘটনাস্থলে ভক্তিনগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়ন করা হয়।পুরনিগমের তরফে জানা গিয়েছে, এদিন প্রায় ৯টি দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে।কয়েকমাস আগেই এই জায়গা খালি করা হয়েছিল।ফের তারা অবৈধভাবে নির্মান করতে শুরু করে।পুরনিগমের তরফে কয়েকবার জায়গা খালি করতে বলা হয়।কিন্তু তা না করায় করায় আজ ফের অভিযান চালায় পুরনিগম।

### বেহাল রাস্তার দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল স্থানীয়রা

**কোচবিহার ঃ** বেহাল রাস্তার দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন স্থানীয়রা, সোমবার সকালে ঘটনাটি করেছে দিনহাটা সাহেবগঞ্জ রোডের নিগমনগর বামনটাড়িতে।এ যেন রাস্তা নয়, ছোট ছোট পুকুর, গর্তে খানাখন্দে পরিপূর্ণ, দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে পথচলা। আর মাঝেমধ্যেই হয়ে চলেছে দুর্ঘটনা,গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় প্রতিদিন সব ধরনের গাড়ি চলাচল করে, কিন্তু ভাঙা রাস্তার মেরামত হয় না। প্রশাসন যেন কানে তুলো গুঁজে বসে আছে, বারংবার অভিযোগ জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। এর আগে কয়েকবার দুর্ঘটনায় ঘটেছে এই খানাখন্দে পরিপূর্ণ রাস্তায়।অল্প বৃষ্টি হলেই সেখানে জল জমে আরও বিপদজনক হয়ে ওঠে,অবশেষে পথ অবরোধ করে এবার বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলেন স্থানীয়রা।সোমবার সকাল থেকেই পথ অবরোধ শুরু করেন সেখানকার স্থানীয় মানুষজন। বাঁশ দিয়ে রাস্তা আটকে পথ অবরোধ শুরু করেন তারা। দীর্ঘক্ষণ ধরে যানজট তৈরি হয় এলাকায়, অবশেষে দিনহাটা থানার পুলিশ এসে তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দীর্ঘক্ষন পর পথ অবরোধ উঠে যায়।

### নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রী বোঝাই ম্যাজিক ভ্যান উল্টিয়ে জখম হলো বেশ কিছু যাত্রী

**মালদা ঃ** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রী বোঝাই ম্যাজিক ভ্যান উল্টিয়ে জখম হলো বেশ কিছু যাত্রী। আহতদের মধ্যে তিনজন যাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের ভর্তি করা হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সোমবার সকালে এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানা বাবুপুর এলাকার রাজ্য সড়কে। ঘটনার পর ওই এলাকায় পৌঁছায় গাজোল থানার পুলিশ। পরে পুলিশী হস্তক্ষেপে রাস্তার ধারে পড়ে যাওয়া গাড়িটি উদ্ধার করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছে, যাত্রী বোঝাই ওই ম্যাজিক ভ্যানটি দ্রুতগতিতে গাজোল স্ট্যান্ডের দিকে আসছিল। সেই সময়ই হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তার ধারে উল্টে যায় । দুর্ঘটনা গ্রস্ত গাড়িটি আটক করেছে পুলিশ।

### আলিপুরদুয়ারে চোরের তাণ্ডব, বহু দোকানে চুরি

**আলিপুরদুয়ার ঃ** চোর মিষ্টির দোকানের দরজা ভেঙ্গে মিষ্টি চুরি করে পালালো ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল গভীর রাতে মাদারিহাট এলাকায় । স্থানীয় মিষ্টি ব্যবসায়ী অলক সাহা জানান সোমবার সকালে দোকানে এসে দেখি দরজখ ভাঙ্গা চোর দরজা ভেঙ্গে দোকানে প্রবেশ করে দোকানের প্রায় সমস্ত মিষ্টি ও নগদ পাঁচ ছয় হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে । মাদারিহাট এলাকায় বেশ কয়েকটি মিষ্টি দোকান ফার্ণিচার দোকানে চুরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। কয়েকটি দোকানে দরজা ভাঙ্গা ও কয়েকটি দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করা হয়েছে।






### অনুপম হাজরার ছবি ফেসবুকে প্রোফাইল পিকচার দেওয়ায় তৃনমূলের হুমকি

**সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ** বিজেপি কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরার ছবি ফেসবুকে প্রোফাইল পিকচার করায় তৃণমূল হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ । শেখ আসিফ বোলপুর সাংগাঠনিক জেলার একজন বিজেপি কার্যকর্তা । অনুপম হাজরা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তৃনমূলকে কটাক্ষ করেন এই বিষয়ে । অনুপম লেখেন - সংখ্যালঘু ভাইবোনেরা মোদিজিকে কতটা ভালবাসে এটা তার অন্যতম নমুনা । বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বর্তমানে তিহার জেলে বন্দি কিন্তু তার জেলায় তৃনমূলের দাদাগিরি কমে নি এটা তারই নিদর্শন।

### পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন মালদা শাখার উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন

**মালদা ঃ** জেলার সকল সরকারি কর্মচারীকে এক ছাতার তলায় এনে সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার আহ্বান জানালো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। সংশ্লিষ্ট রাজ্য কমিটির কনভেনার প্রতাপ নায়েকের উপস্থিতিতে রবিবার মালদা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ তলে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন মালদা শাখার উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট সংগঠনের জেলা সম্পাদক চিরঞ্জিত মিশ্র সহ অন্যান্যরা । এদিন মালদা মেডিকেল কলেজের একাডেমি সভাকক্ষে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।জেলার একাধিক সংগঠনের সরকারি কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্য করার মত । কয়েক হাজার কর্মচারীর উপস্থিতি ও উৎসাহ কার্যত মেলা বসে যায়।মূলত রক্ত সংকট নিরসনে কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও রক্ত দান করার প্রবণতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই সংগঠনের পক্ষ থেকে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।এই রক্তদান শিবিরে কর্মচারী সংগঠনের প্রায় ৩০০ কর্মী এদিন রক্তদান করেন। এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের রাজ্য আহ্বয়াক প্রতাপ নায়েক , ও স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য নবেন্দু ভট্টাচার্য রণবীর দত্ত শ্যামল পট্টনায়ক ও বারীন মজুমদার প্রমুখ।

### আমাদের মানসিকতায় অহংকার থাকা উচিত নয় - সাধক উর্মি জিন্দাল

**শিলিগুড়ি ঃ** সিলিগুড়ি জোন ৪৭ নিরঙ্কারী মণ্ডলের তথ্য অনুসারে, (রবিবার) তারিখে, খপরাইল রোডে অবস্থিত নিরঙ্কারী সৎসঙ্গ ভবন, মাটিগাড়ায় মহিলা সন্ত সমাগমের আয়োজন করে। এই মহিলা সন্ত সমাগমে সিক্কিম, দুআর্স, দার্জিলিং, কুর্সিআং, কালিম্পং, বাগডোগরা, তাড়াবাড়ি এবং এনজেপি থেকে শতদল ভক্ত এবং মহাত্মাগণ অংশগ্রহণ করে। মহিলা সন্তরা ভজন গাইয়া, পবিত্র উপদেশ, ছোট নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে সমাগমে অংশগ্রহণ করেন। সন্ত উর্মি জিন্দাল জি, (এস. এন. এম.) দিল্লি থেকে, এখানের ভক্তদের এবং মহাত্মাগণকে পবিত্র গুরুর গরু থেকে প্রবচন এবং আশীর্বাদ দিয়েছেন। তার পবিত্র ধারণায়, তিনি সতগুরু মাতা সুদীক্ষাজি মহারাজের উপদেশ প্রচার করেছেন। তিনি তাদের ধার্মিক চিন্তায় বলেন, আমাদের জীবন প্রতিটির সাথে সবার সাথে ভালোবাসা ভাগ করে সময় কাটাতে হবে। আমরা কাউকে অপমানিত ভাবে কথা বলবো না। অহংকার আমাদের মানসিকতায় থাকা উচিত নয়। সর্বদা বিনয় এবং সভ্যতা দিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করতে হবে। আমরা এমন একটি আদর্শ প্রদর্শন করতে হবে যাতে লোকরা বলতে পারে, আমরা সতগুরু মাতাজির আসল ভক্ত। তিনি তাদের পবিত্র প্রবচনে সতগুরুর উপদেশের সাথে সংবংধিত অনেক উদাহরণ দেন এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে একটি এক্সটেন্ড করার পরামর্শ দেন। সৎসঙ্গের পরে গুরুর প্রসাদ এবং লঙ্গর বিতরণ করা হয়েছে।

### উত্তর দিনাজপুরে জমি বিবাদে নিহত আদিবাসীদের স্বজনদের সঙ্গে দেখা করলেন রাজু বিস্তা

**উত্তর দিনাজপুর ঃ** চোপড়ার পিয়ারিলাল চা বাগান এলাকা পরিদর্শনে আসার সময় পুলিশের বাঁধার মুখে পড়তে হলো দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিষ্ঠ কে। সেখানে কিছুক্ষণ পুলিশের সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। পরে রাজু বিষ্ঠ কে ঘটনাস্থলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর সাংসদ চোপড়ার পিয়ারিলাল চা বাগান এলাকায় গুলিবিদ্ধ আদিবাসী পরিবার গুলির সাথে কথা বলেন। এবং সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করে তিনি সংবাদ মাধ্যমের নামে একাধিক অভিযোগ তুলেন। তিনি বলেন এখানে আসার সময় তাকে পুলিশের বাধার মুখে পড়তে হয়। এবং এখানে চোপড়া বিধায়ক হামিদুল রহমানের নেতৃত্বে কিছু জমি মাফিয়াদের নিয়ে চা বাগান গুলি বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এবং এই এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কথা বলে এখানের কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা জন্য জানাবেন।

### বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে শিলিগুড়ির হাঁসখোঁয়া এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ

**শিলিগুড়ি ঃ** বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত হাঁসখোঁয়া এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয়রা। সোমবার পথ অবরোধ করে স্থানীয়রা। পথ অবরোধের জেরে ওই এলাকায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকের পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। প্রশাসনের আশ্বাসে পথ অবরোধ তুলে নেয় স্থানীয়রা।

## আজকের দিনটি



**মেষ ঃ** পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
**বৃষ ঃ** প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
**মিথুন ঃ** ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
**কর্ক ঃ** মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
**সিংহ ঃ** মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
**কন্যা ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
**বৃশ্চিক ঃ** লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
**তুলা ঃ** সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
**ধনু ঃ** নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
**মকর ঃ** পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
**কুম্ভ ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
**মীন ঃ** ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

# তাইওয়ানে আছড়ে পড়লো ঘূর্ণিঝড় হাইকুই

**তাইওয়ানঃ** চার বছর পর আবার ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়লো তাইওয়ানে। রোববার তাইওয়ানের পূর্ব তটভূমিতে আছড়ে পড়ে হাইকুই।

হাইকুই তাইওয়ানে প্রবেশ করার পরই হাজার হাজার মানুষ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েন। তাইওয়ানে এখন প্রবল বৃষ্টি পড়ছে। প্রবল হাওয়াও বইছে। বন্যার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে।

হাইকুই আছড়ে পড়ার আগেই চার হাজার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যে জায়গায় এই ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছে, সেই জায়গাটা মূলত পাহাড়ি এলাকা। সেখানে মানুষের বসবাস কম। তাও মানুষকে পাহাড়ের দিকে না যাওয়ার আবেদন করা হয়েছে। সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতেও মানা করে দেয়া হয়েছে।

সেই সঙ্গে দুইশটি বিমান বাতিল করেছে তাইওয়ান। স্কুল ও কলেজের ছুটি দেয়া হয়েছে। অফিসও একদিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে।

তবে আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, শনিবার হংকং ও দক্ষিণ চীনে ঘূর্ণিঝড় সাওলা আছড়ে পড়ে। তার তুলনায় হাইকুই কম শক্তির। তাইওয়ান খাড়ি পেরিয়ে এই ঝড়ের চীনে ঢোকার কথা।

# যেভাবে কাজ করবে ভারতের সৌরযান

**কলকাতা ঃ** চাঁদের পর এবার সূর্য। গত শনিবার সূর্যের দিকে যাত্রা করেছে ভারতের সৌরযান আদিত্য এল ওয়ান। কীভাবে কাজ করবে আদিত্য?

ভারতের চন্দ্রাভিযান সফল। চাঁদে ঠিকভাবে নামতে পেরেছে ল্যান্ডার বিক্রম। তার পেট থেকে বেরিয়ে রোভার প্রজ্ঞান চাঁদে ঘুরে ঘুরে সমানে নানা তথ্য পাঠিয়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে। দুই সপ্তাহ পরে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে দিন শেষ হয়ে ১৪ দিনের জন্য রাত নামবে। তখন প্রজ্ঞান ও বিক্রমের কাজ শেষ হবে। কারণ, তারা সৌরশক্তিতে চলে। সৌরশক্তি না থাকায় তারা আর কাজ করতে পারবে না।

তবে ভারতের নজর এখন সূর্যের দিকেই। গত শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে রওয়ানা হয়েছে সৌরযান আদিত্য এল ওয়ান। এটাই হলো ভারত থেকে সূর্যের দিকে যাওয়া প্রথম মহাকাশযান।

পৃথিবী থেকে ১৫ লাখ কিলোমিটার পথ যাবে এই সৌরযান। তার জন্য ১২৫ দিন সময় লাগবে। প্রথমে ১৬ দিন তা পৃথিবার কক্ষপথে থাকবে। তারপর পাড়ি দেবে সূর্যের দিকে। কক্ষপথ বদল করে তা গিয়ে পৌঁছাবে যে জায়গায় তার নাম ল্যাগরেজ পয়েন্ট বা এল ওয়ান পয়েন্ট। সেখানেই থাকবে ভারতের পাঠানো এই উপগ্রহ। সেকারণেই সৌরযানের নাম আদিত্য এল ওয়ান। আদিত্য মানে সূর্য এবং এল ওয়ান হলো সেই পয়েন্ট, যেখানে সে অবস্থান করবে। এই সৌরযানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করার জন্য আছে সাতটি পে লোড। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব কাজ আছে। সৌরযান তখনই সফল হবে, যখন এই পে লোডগুলি নিজের কাজ ঠিক করে করবে। যেমন ধরুন, ভিইলসি পে লোডটি সূর্যের কোরোনা স্তরের ছবি তুলবে। তাছাড়া সূর্যের বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট দেবে ভিএলসি। সূর্যের কোরোনা থেকে আলোর রশ্মির বিচ্ছুরণ ও তার ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণ সম্পর্কেও তথ্য জানাবে ভিএলসি। সোলেক্স পে লোডের কাজ হবে নক্ষত্র হিসাবে সূর্য কেমন তা বিচার করা। আরেকটা পে লোডের নাম এসইউআইসি। তারা ক্রোমোস্ফিয়ার ও ফটোস্ফিয়ারের ছবি ও তথ্য পাঠাবে। সূর্যস্পৃষ্ঠের নাম ফটোস্পিয়ার ও সেখান থেকে করোনা পর্যন্ত প্লাজমার স্তরের নাম ক্রোমোস্পিয়ার। অন্য পে লোডগুলি সূর্যের বায়ু, কণা ও চুম্বকক্ষেত্র সম্পর্কে খবরাখবর দেবে। আদিত্য এল ওয়ান মিশনের দিকে শুধু ভারত নয়, তাকিয়ে আছে গোটা বিশ্ব। কারণ, সফল হলে এই সৌরযান সূর্য সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য দেবে। যা পরবর্তী বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য, সূর্যকে জানার জন্য খুবই জরুরি।

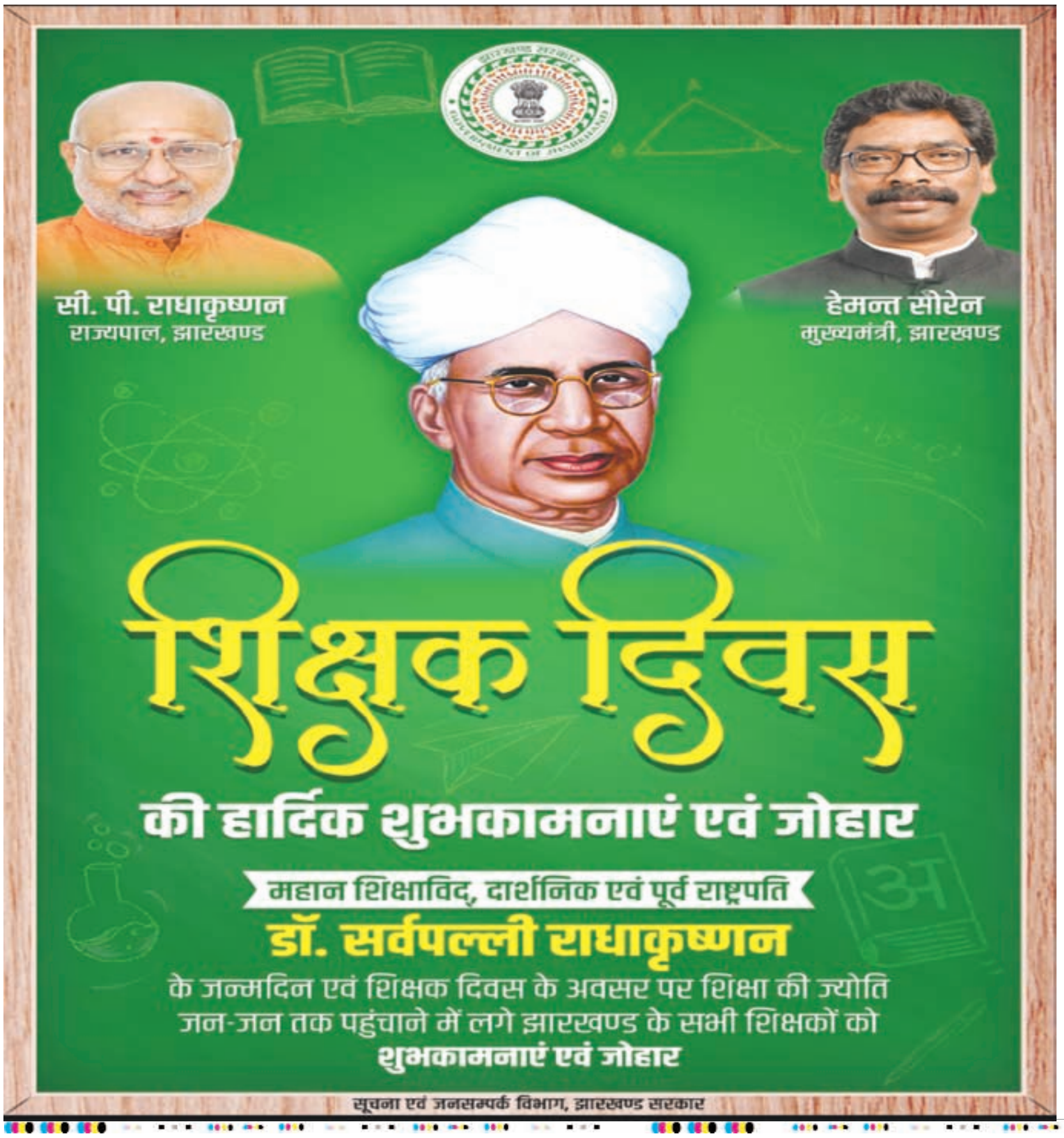


## এলজিবিটিকিউদের প্রতি কি ইউরোপে নেতিবাচক মনোভাব বাড়ছে?

**লাইপসিশ ঃ** ইউরোপের কিছু দেশে এলজিবিটিকিউদের অধিকার আবারও সীমিত করার চেষ্টা হচ্ছে। মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুনির্দিষ্টভাবে নেতিবাচক প্রচারণার শিকার হচ্ছেন এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা। তবে সামগ্রিকভাবে সমাজে তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব কম। গত জুলাইয়ে বার্লিনে প্রাইড মাসের র‍্যালিতে অংশ নেয়ার সময় ডিম হামলার শিকার হয়েছিলেন এক ব্যক্তি। কিন্তু সেই হামলাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি তিনি। ''এটা এমন বড় কোনো ঘটনা নয়। আর পুলিশ এটা নিয়ে তেমন কিছু করতোও না,'' সাংবাদিককে বলেন তিনি। পরিসংখ্যান বলছে, জার্মানিতে এলজিবিটিকিউদের উপর মৌখিক এবং শারীরিক আক্রমণ বাড়ছে। এবং ৯০ শতাংশ ঘটনা রিপোর্ট করা হয় না বলে জানিয়েছে জার্মানির সমকামিদের সংগঠন এলএসভিডি। আর এটাই একমাত্র উদ্বেগের বিষয় নয়। ''জনমত জরিপ ক্রমশ খারাপ হচ্ছে,'' বলেন এলএসভিডি মুখপাত্র কার্সটিন থস্ট। ''ট্রান্সফোবিক বিবৃতি উল্লেখযোগ্যহারে বেড়েছে, এবং আমরা

লক্ষ্য করেছি যে আমাদের ট্রান্সজেন্ডার সাংসদদের বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানো হচ্ছে,'' এক ভিডিও বার্তায় বলেন তিনি। জার্মানিতে অবশ্য এলজিবিটিকিউদের অধিকার এখন বিস্তৃতও হচ্ছে। বার্লিন সম্প্রতি একজন মানুষের নিজের লিঙ্গ নির্ধারণের অধিকার সম্প্রসারণ করেছে ফলে কেউ চাইলে দাপ্তরিক নথিপত্রে থাকা নিজের লিঙ্গ পরিচয় সংশোধন করতে পারবেন। মূলত ট্রান্সজেন্ডার, ননবাইনারি এবং ইন্টারসেক্সদেরক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে। তবে সমকামিদের সংগঠন বলছে গতবছর এই আইন অনুমোদনের পর থেকে ট্রান্সফবিক আক্রমণও বেড়েছে। তবে এধরনের হামলা সামগ্রিকভাবে সমাজে তাদের প্রতি মনোভাবের প্রতিফলন নয় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ইউরোপের সর্বত্রও পরিস্থিতি একরকম নয়। এই মহাদেশে সমকামিদের অধিকার নিয়ে গবেষণা করছেন নীল দত্ত। তার হিসেবে 'লিঙ্গবিরোধী' প্রচারণায় অর্থায়ন ২০২১ এবং ২০২২ সালের মধ্যে একবছরে একশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। এক দশক আগের হিসেবে এই সংখ্যাটি অনেক বেশি। ইউরোপীয় ডিজিটাল মিডিয়া অবজারভেটরি জানাচ্ছে, অনলাইনে যেসব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি গুজব এবং ভুল তথ্য ছড়ানো হয় তার মধ্যে এলজিবিটিকিউরা অন্যতম। এলজিবিটিকিউবিরোধীরা নিজের দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে নানারকম নেতিবাচক প্রচারণায় যোগ দিচ্ছেন বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। আর রাশিয়া, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডের মতো দেশগুলোর নানা রক্ষণশীল নীতি তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে।

## ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে বদল করলেন জেলেনস্কি

**ইউক্রেন ঃ** রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের পুরো সময়টা প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন রেজনিকভ। তাকে সরিয়ে দিয়ে উমেরভকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করা হলো। রেজনিকভের বিরুদ্ধে ঘুসকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল। রোববার রাতের ভিডিও বার্তায় জেলেনস্কি জানিয়েছেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে রেজনিকভকে সরিয়ে দিয়েছেন তিনি। জেলেনস্কি জানিয়েছেন, ''গত ৫৫০ এরও বেশিদিন ধরে চলা রাশিয়ার বিরুদ্ধে পুরোদস্তর যুদ্ধের সময় রেজনিকভ প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু এখন যুদ্ধের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। সেনা ও সমাজের সঙ্গে নতুনভাবে যোগাযোগ দরকার।'' ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ''আমি উমেরভকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করেছি। আমি আশা করি, পার্লামেন্ট তার নাম অনুমোদন করবে।'' গত জানুয়ারিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে ঘুসের অভিযোগ উঠেছিল। তারপর প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী ইস্তফা দেন। এবার সরিয়ে দেয়া হলো রেজনিকভকে। রজনিকভ ইউক্রেনের সরকারি সংবাদসংস্থাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''আগামী বসন্তের মধ্যে ইউক্রেন ৫০টি এফ১৬ যুদ্ধবিমান মোতায়েন করতে পারবে।'' তিনি জানিয়েছেন, ''এই যুদ্ধবিমান নেদাল্যান্ডস, ডেনমার্ক ও নরওয়ে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।'' জেলেনস্কি ১৭০টি এফ১৬ যুদ্ধবিমান চেয়েছিলেন। তিনি এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, এফ১৬ দিয়ে রাশিয়ায় আক্রমণ করা হবে না। ইউক্রেন নিজের প্রতিরক্ষার জন্য এই যুদ্ধবিমান ব্যবহার করবে। রাশিয়ার ২২টি ড্রোন ওডেসায় ধ্বংস করা হয়েছে বলে দাবি করলো ইউক্রেন। তাদের দাবি, এই ড্রোনগুলি ইরানে তৈরি। রোববার রাতে তিন ঘণ্টা ধরে তা ধ্বংস করা হয়। রাশিয়ার এই ড্রোন হামলায় দুইজন আহত হয়েছেন এবং কিছু পরিকাঠামোর ক্ষতি হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। এখানকার বন্দরগুলি ইউক্রেনের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই বন্দর ব্যবহার করে বাইরের দেশে খাদ্যশস্য পাঠায় ইউক্রেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন জেবেলস্কি। কৃষ্ণসাগর দিয়ে খাদ্যশস্য পাঠানোর বিষয়টি নিয়েই তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে আগে এই বিষয়ে সমঝোতা হয়েছিল। কিন্তু এখন রাশিয়া সেই সমঝোতা থেকে সরে এসেছে। জেলেনস্কি বলেছেন, ''আমরা কৃষ্ণসাগরে খাদ্যশস্য করিডোর খোলা রাখতে চাই। ওডেসার নিরাপত্তাও চাই। মাক্রোঁর সঙ্গে এই বিষয়ে পরবর্তী প্যাকেজ নিয়েও কথা বলেছি।'' সোমবারই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুটিনের সঙ্গে বঠকে বসতে চলেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এর্দোয়ান। দক্ষিণ রাশিয়ায় তারা মুখোমুখি বৈঠকে বসবেন। এই বৈঠকেও কৃষ্ণসাগরের করিডোর চালু রাখা নিয়ে আলোচনা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। গতবারও এই করিডোর চালু করা নিয়ে এর্দোয়ান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং পুটিনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

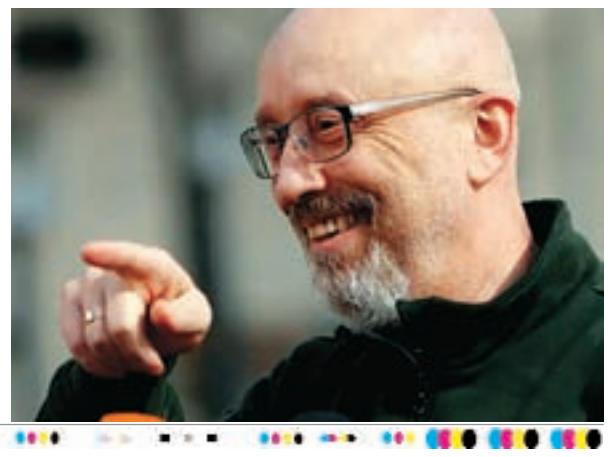

## সম্পাদকীয়

# চাঁদের মাটিতে ভারতের মুন রোভারের বিচরণ পূর্ণ

ভারতের মুন রোভার চাঁদের পৃষ্ঠে চলার অভিযান শেষ করার পর একে এখন স্লিপ মোডে রাখা হয়েছে। ভারতের মহাকাশ সংস্থা জানিয়েছে, ২ সপ্তাহেরও কম সময় আগে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণের ঐতিহাসিক অর্জনের পর এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) শনিবার দিনের শেষভাগে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছে, রোভার তার দায়িত্বগুলো শেষ করেছে। এটি এখন নিরাপদে পার্ক করা আছে এবং একে স্লিপ মোডে রাখা হয়েছে। চাঁদের ওই অংশে দিনের আলো নিভে আসছে বলেও উল্লেখ করা হয় বিবৃতিতে। বিবৃতিতে জানানো হয়,



রোভারের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এর সংগৃহীত তথ্যগুলো ইতোমধ্যে এর ল্যান্ডারের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। চন্দ্রযান৩ ল্যান্ডার ও রোভারটি মাত্র ১ চন্দ্র দিবস কার্যক্রম চালাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছিল, যা পৃথিবীর ১৪ দিনের সমান। বিবৃতিতে বলা হয়, এ মুহূর্তে, ব্যাটারির চার্জ পূর্ণ আছে। ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ আবারও আলো পাওয়ার জন্য সৌর প্যানেলটিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আমরা আশা করছি, আরও এক দফা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য (রোভারকে) জাগিয়ে তোলা যাবে। রোভারটি চন্দ্রপৃষ্ঠে হিমায়িত পানি খুঁজে পেয়েছে কী না, সে বিষয়ে কিছু এখনো জানানো হয়নি। উল্লেখ্য, হিমায়িত পানি পাওয়া গেলে তা ভবিষ্যৎ মহাকাশ অভিযাত্রীদের সুপেয় পানির সম্ভাব্য উৎস বা রকেট জ্বালানি তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ সপ্তাহের শুরুতে মহাকাশ সংস্থাটি জানায়, রোভার চাঁদের বুকে সালফারের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে এবং আরও বেশ কিছু উপকরণ চিহ্নিত করেছে। রোভারের লেসার নির্ভর স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্রটি অ্যালুমিনিয়াম, লৌহ, ক্যালসিয়াম, ক্রোমিয়াম, টাইটানিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, অক্সিজেন ও সিলিকন খুঁজে পেয়েছে বলে সংস্থাটি জানায়। ভারতের মহাকাশ কার্যক্রম ১৯৬০ থেকে চলছে। এ সময়ে ভারত নিজেদের ও অন্যান্য দেশের জন্য স্যাটেলাইট লঞ্চ করেছে এবং ২০১৪ সালে সাফল্যের সঙ্গে মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে একটি স্যাটেলাইট বসিয়েছে। আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ভারত আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে তাদের প্রথম অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

# গণতন্ত্রকে বাঁচাতে যে সংস্কার করতেই হবে



জোসেফ ই স্টিগলিৎজ
প্রাবন্ধিক

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় কর্তৃত্ববাদী সরকারের উত্থান ও গণতন্ত্রের পিছু হটা নিয়ে উদ্বেগউৎকণ্ঠা ব্যাপক এবং এর পেছনে যথেষ্ট কারণও আছে। হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবান থেকে শুরু করে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারো এবং সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমাদের হাতে থাকা কর্তৃত্ববাদী শাসক ও হবু একনায়কদের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। তাঁদের সবাই দক্ষিণপন্থী ও জনতুষ্টিবাদের প্রচারক। যদিও তাঁরা সাধারণ জনগণকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন এবং জাতীয় মূল্যবোধ সংরক্ষণের কথা বলেন, আদতে তাঁরা শক্তিমানদের সুরক্ষা দেন এবং দীর্ঘদিনের লালিত আদর্শকে ছুড়ে ফেলেন। আর এর বাইরে আমরা যারা আছি, তারা এই নেতাদের আবেদনের উৎস কী, তা নিয়ে ব্যাখ্যাবিশ্লেষণে দিন পার করি।

সত্যিকার অর্থে অনেক ধরনের ব্যাখ্যাই আছে, তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হলো নব্য উদার পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সৃষ্ট বৈষম্য। এই বৈষম্য থেকে আবার গণতন্ত্র দুর্বল হতে থাকে। অর্থনৈতিক বৈষম্য রাজনৈতিক বৈষম্যের দিকে ধাবিত করে, যদিও সব দেশ এসব ক্ষেত্রে একই মাত্রায় প্রভাবিত হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে প্রচারের জন্য অর্থ সংগ্রহ দোষের কিছু নয়। কিন্তু এখানে এখন 'এক ব্যক্তি এক ভোট' স্লোগানটি রূপান্তরিত হয়েছে 'এক ডলার এক ভোট' স্লোগানে।

রাজনৈতিক এই বৈষম্য সামগ্রিক যে বৈষম্য, তাকে আরও শক্তিশালী করে। তারা এমন সব নীতি গ্রহণ করে, তা অর্থনৈতিক বৈষম্যকে জিইয়ে রাখে। এখানে করনীতি সব সময় ধনীদের পক্ষে আর শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের উঁচুতলার মানুষের জন্য। আছে সঠিক পরিকল্পনার অভাব, প্রতিযোগিতাকে সীমিত করে এমন সব নীতি। এগুলো কাজে লাগানো হয় করপোরেশনগুলোকে অঢেল সম্পদের মালিক করতে ও বাজার শোষণে। তার ওপর সংবাদমাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো, যেগুলোর মালিক আবার রুপার্ট মার্ডকের মতো ধনকুবেররা। মূলধারার আলোচনা তাই একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে পড়ে যায়। সংবাদ গ্রাহকেরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন, ধনীদের ওপর বেশি কর আরোপ করলে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি কমে যাবে, উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত সম্পদ মৃতের ওপর লেভি আরোপের মতো ইত্যাদি।

বাইরে থেকে বিকল্প না খুঁজে আমরা বরং আমাদের দিকে, আমাদের ব্যবস্থার দিকে তাকাই। সঠিক সংস্কারের মাধ্যমে গণতন্ত্র অনেক বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং করপোরেশন ও ধনীদের বাদ দিয়ে জনগণের হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আমাদের রাজনীতির উদ্ধারে অর্থনৈতিক সংস্কারও দরকার। আমরা সব নাগরিকের প্রতি ন্যায্য আচরণ করতে পারি এবং জনতুষ্টিবাদের পালে যে হাওয়া লেগেছে, তা থেকে মুক্ত হতে পারি। তবে সে জন্য নব্য উদারনৈতিক পুঁজিবাদকে ত্যাগ করতে হবে এবং সম্পদের মালিকানায় অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।



অতি সম্প্রতি যা ঘটেছে, তা হলো অতিধনী নিয়ন্ত্রিত প্রথাগত সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অতিধনী নিয়ন্ত্রিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো আবার বাধাহীনভাবে অপতথ্য ছড়াতে পারে। ১৯৯৬ সালের কমিউনিকেশন ডিসেন্সি অ্যাক্টের ২৩ ধারাকে ধন্যবাদ। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠান যদি তৃতীয় পক্ষের সরবরাহ করা আধেয়, কিংবা সমাজের জন্য ক্ষতিকর আধেয় (এমনকি টিনএজ মেয়েদের সম্পর্কে) প্রকাশ করে, সে জন্যও তাকে কোনো আইনি বাধার মুখে পড়তে হয় না। জবাবদিহি ছাড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই প্রেক্ষাপটে আমরা কি সম্পদ উপার্জনের দিকে এত মনোযোগের বিষয়টিকে সন্দেহের চোখে দেখব না? অথবা আমরা কি বিশ্বাস করব না যে পুরো ব্যবস্থায় জালিয়াতি আছে? গণতন্ত্র পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছে এই সর্বব্যাপী ধারণা গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের আস্থায় চিড় ধরিয়েছে। আর তা থেকেই অনেকে মনে করছেন, হয়তো বিকল্প ব্যবস্থা ভালো ফল বয়ে আনবে।

এটা একটা পুরোনো বিতর্ক। ৭৫ বছর আগে অনেকে ভাবতেন, গণতন্ত্রও কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার মতো দ্রুত ফুলেফেঁপে উঠতে পারে কি না। এখন অনেকেই একই প্রশ্ন করছেন, কোন ব্যবস্থা অধিকতর ন্যায্য। তবে এই বিতর্ক চলছে এমন এক বিশ্বে, যেখানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মনস্তত্ত্ব গঠনে ভূমিকা রাখছেন অতিধনীরা। কখনো তাঁরা চোখের ওপর মিথ্যা বলেন। যেমন নির্বাচনে চুরি হয়েছে, ভোটিং মেশিনে জালিয়াতি হচ্ছে এই মিথ্যা ছড়ানোর জন্য ফক্স নিউজকে এমনকি ৭৮৭ মিলিয়ন ডলার জরিমানাও গুনতে হয়েছে।

এর ফল হলো গভীর মেরুকরণ, যা একটি ক্রিয়াশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোয়, যেখানে নির্বাচনে বিজয়ীরা সবটাই পান। ২০১৬ সালে পপুলার ভোট কম পেয়েও যখন ট্রাম্প বিজয়ী হলেন, তখন আমেরিকার রাজনীতি নগ্নভাবে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরিণত হলো। এ ছিল কুস্তি খেলার মতো, যেখানে একপক্ষ সব সময়ই বিশ্বাস করে, কোথাও কোনো নিয়মনীতি থাকা উচিত নয়।

যখন বিভক্তি চরমে পৌঁছায়, তখন সবার জন্য এক সমতল না খুঁজে, যাঁরা ক্ষমতায় আছেন, তাঁরা তাঁদের অবস্থানকে শক্তপোক্ত করেন। রিপাবলিকানরা ঠিক এ কাজই করেছিলেন। তাঁরা নির্বাচনের সময় ভোটারদের অংশগ্রহণ কমাতে প্রকাশ্যে বিভ্রান্তি ছড়ান।

গণতন্ত্র তখনই সর্বোৎকৃষ্ট, যখন এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় খুব কম বা বেশি না হয়ে যায়। যদি খুব কম হয়ে যায়, তখন মানুষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। বেশ কিছু পন্থা অনুসরণ করলে তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুখকর করে তুলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সংসদীয় ব্যবস্থার কথা বলা যায়। এই ব্যবস্থা কখনো কখনো চরমপন্থীদের বদলে কেন্দ্রে থাকা দলের সঙ্গে জোট বাঁধে। বাধ্যতামূলক বা পছন্দের ক্রম অনুসারে প্রার্থী বাছাই অনেক সময় সুফল বয়ে আনতে পারে। তবে সে জন্য চাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও সুরক্ষিত প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্র বহু বছর ধরে নিজেদের গণতন্ত্রের বাতিঘর বলে দাবি করে আসছে। যদিও এর মধ্যে ভণিতা আছে। রোনাল্ড রিগ্যান অগাস্তো পিনোশের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। জো বাইডেন সৌদি আরবের সঙ্গে যেমন দূরত্ব বজায় রাখতে পারেননি, তেমনি ধর্মান্ধ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিন্দা জানাতে পারেননি।

কিন্তু এখন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসাম্য এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে অনেকেই গণতন্ত্রকে বাতিল করে দিচ্ছেন। এখনকার জমিন কর্তৃত্ববাদের উত্থানের জন্য অত্যন্ত উর্বর। বিশেষ করে ট্রাম্প, বলসোনারো এবং আরও যাঁরা আছেন, তাঁদের মতো মানুষের জন্য। কিন্তু এই নেতারা দেখিয়ে দিয়েছেন, ভোটারদের অশান্তির কারণ দূর করতে তাঁরা অক্ষম। অন্যদিকে যখন তাঁরা ক্ষমতায় আসেন, এমন সব নীতি নেন, যা কেবল পরিস্থিতিকে খারাপ করে।

বাইরে থেকে বিকল্প না খুঁজে আমরা বরং আমাদের দিকে, আমাদের ব্যবস্থার দিকে তাকাই। সঠিক সংস্কারের মাধ্যমে গণতন্ত্র অনেক বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং করপোরেশন ও ধনীদের বাদ দিয়ে জনগণের হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আমাদের রাজনীতির উদ্ধারে অর্থনৈতিক সংস্কারও দরকার। আমরা সব নাগরিকের প্রতি ন্যায্য আচরণ করতে পারি এবং জনতুষ্টিবাদের পালে যে হাওয়া লেগেছে, তা থেকে মুক্ত হতে পারি। তবে সে জন্য নব্য উদারনৈতিক পুঁজিবাদকে ত্যাগ করতে হবে এবং সম্পদের মালিকানায় অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

## সাময়িকী

# যৌনপল্লির কিশোরী লতি, চাঁদের বুকে ভারত ও পাইলট হওয়ার স্বপ্নভঙ্গ



রাফসান গালিব
কলামিস্ট

পশ্চিমবঙ্গের কোনো এক গ্রামে এক যৌনপল্লি। সেখানকারই কিশোরী লতি জানালা দিয়ে গোলাকার চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে আনমনে, বিস্ময়ে। কারণ মাস্টার মশাই বলেছেন, চাঁদে যাচ্ছে মানুষ। একবার রাস্তায় দেখা হলে কোটের পকেট থেকে দুমড়ানো মুচড়ানো পত্রিকার অংশ বের করে দেখিয়েছেন ভুলোক থেকে চন্দ্রলোকের দিকে পদক্ষেপ।

নগেন স্যার ক্লাসে চন্দ্রাভিযানের গল্প করেন। সহপাঠী এসে লতিকে সেসব বলে যায়। আর চাঁদের সামনে মুখ করে লতি ভাবতে থাকে, চাঁদে যাবে মানুষ, কীভাবে সম্ভব? তার মা রজনী স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তার জন্য 'বাধা বাবু' ঠিক করেছে। রজনী চায় না তার মতো মেয়ের জীবনটাও এই 'নরকে' শেষ হয়ে যাক। কিন্তু মাস্টার মশাই লতির চোখে যে স্বপ্ন বুনে দিয়েছেন, সেখানেই যে তার বসবাস।

মাস্টার মশাই আসা যাওয়ার পথে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে লতি। অনেকবার বলেকয়ে তাদের ঘর যৌনপল্লিতে নিয়ে যায়। মাস্টারমশাইও রজনীকে অনেক অনুরোধ করে, লতিকে স্কুলে পাঠাতে। এত ভালো মাথা মেয়েটার, ক্লাস সিক্সে প্রতিটি বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। কিন্তু রজনী রাজি হয় না। মাস্টার মশাই জানান, তিনি পরের সপ্তাহে কলকাতায় আরেক স্কুলে চলে যাচ্ছেন, নয়তো জোর করে লতিকে স্কুলে নিয়ে যেতেন। এও অনুরোধ করেন, তাঁর কোনো ছেলেমেয়ে নেই, লতিকে যেন তাঁর কাছে দেন, কলকাতা নিয়ে যাবেন। ওর এত জানার আগ্রহ, এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে? রজনীর মা কড়া মুখে মাস্টারমশাইকে না করে দেন। আর পেছনে দাঁড়িয়ে ছোট্ট লতি যেন পাথরের দেওয়ালের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিল। বাধা বাবুর কাছেই কি তবে যেতে হবে তাকে? নগেন স্যার মুখ কালো ফিরে যাওয়ার সময় বললেন, মানুষ চাঁদে পৌঁছে গেছে, তোলপাড় হবে সারা পৃথিবী। তখন যেন নড়ে ওঠল সেই দেয়াল।

বাধা খদ্দরের কাছে পাঠানোর জন্য লতিকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিচ্ছিলেন রজনী। সেসময় যৌনপল্লিতে ঘটল খুন। চারদিকে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। চকমকে নতুন শাড়ি পরা লতিও দিল দৌড়। স্টেশনে ছেড়ে দিয়েছে রেলগাড়ি। দৌড়ে দৌড়ে খুঁজে নিল মাস্টারমশাইকে। চোখে তীব্র স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মাস্টারমশাইর সাথে ছুটল সে নতুন গন্তব্যে।

ভারতের চন্দ্রাভিযানের খবর কানে আসতেই সেই লতির কথাই মনে পড়ল সবার আগে। মন্দ মেয়ের উপাখ্যান সিনেমার লতির গল্প এভাবেই চিত্রিত করেছেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, আমার প্রিয় একজন নির্মাতা। মূলত প্রফুল্ল রায়ের একটি ছোটগল্পের উপর ভিত্তি করে এই সিনেমার নির্মাণ। শেষ দৃশ্যে ট্রেন ছুটে যায়, পর্দায় দেখা যায় চাঁদের উদ্দেশ্যে ছুটছে রকেট। চাঁদের দিকে মানুষের এ যাত্রা যেন ভারতের এক প্রত্যন্ত গ্রামের এক কিশোরীরই অভিযাত্রা। চন্দ্রযান৩ এর দলে ছিলেন বেশ কয়েকজন নারী বিজ্ঞানীও। তাঁদের ভিড়ে আমি যেন সেই লতিকেই খুঁজে পাই। যে কী না নগেন স্যারের দেওয়া পুরস্কার গ্লোব নিয়ে খেলতে খেলতে পৃথিবীকে ভালোবাসতে শিখেছিল আর চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেখানে মানুষের পদচারণার ছবি নিজের মধ্যে এঁকেছিল। ভারতের অভূতপূর্ব এই মহাকাশ বিজয় গোটা পৃথিবীকেই নাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতের এই সফল চন্দ্রাভিযান এই প্রশ্নও তৈরি করেছে, কী করে এত অল্প খরচে এটি সম্ভব হলো? এর পাল্টা একটি প্রশ্ন, এটি কি শুধু আটশো কোটি টাকার প্রজেক্ট ছিল? আক্ষরিক অর্থ সেটি সত্য হলেও, এর পেছন দেখলে বাস্তবতা তা বলে না। বিজ্ঞান ও গবেষণায় ভারতের গত প্রায় ৭০ বছরের বিনিয়োগের ফসল নয় কি এটি? এর জন্য একের পর এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। বাইরে চলে যাওয়া মেধাবীদের দেশে ফিরে আসার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। যখন যে সরকারই আসুক না কেন, সেসব প্রতিষ্ঠানকে আরও বেশি সবল করা হয়েছে। সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে তৈরি হয়েছে শত শত বিজ্ঞানী, নিজেদের প্রযুক্তি নিজেরাই গড়েছেন তাঁরা। তবে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ বলা যায় শিক্ষাব্যবস্থায়। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছে অনেকগুলো প্রজন্ম।

# নোবেলজয়ীদের 'বিচারের' উদাহরণ কেন তোলা হচ্ছে

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে বিচারাধীন মামলা নিয়ে দেশেবিদেশে নানা আলোচনা চলছে। নোবেল লরিয়েট, মানবাধিকারকর্মী, বিশ্বনেতারা ড. ইউনূসের পক্ষে বিবৃতি দিচ্ছেন। তো তাঁর বিচারের আলোচনা প্রসঙ্গে ফিলিপাইনের নোবেল বিজয়ী মারিয়া রেসার প্রসঙ্গও উচ্চারিত হচ্ছে এখানে। মারিয়া রেসার বিরুদ্ধেও কর ফাঁকি দেওয়ার মামলা হয়েছে, দিনের পর দিন তাঁকে সেই মামলা নিয়েই চলতে হয়েছে। এ রকম বহু নোবেল লরিয়েট আছেন, যাঁরা কারাগারে বন্দীও আছেন পরবর্তী সময়ে অনেক কাজের জন্য।

একটা কথা স্পষ্টভাবে বলে রাখা ভালো যে, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী (এমনকি শান্তিতে নোবেল) অপরাধ করতে পারেন না এবং তাঁর বিচার হতে পারে না এমন কোনো অবস্থান থেকে এই লেখা নয়। বরং এমন একটা উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা আমাদের কাছে প্রত্যাশিত, যেখানে একজন মানুষের কোনো রকম পরিচয় বিবেচনা না করে ন্যায্যতার সঙ্গে তাঁর ওপর আইন প্রযুক্ত হবে এবং অপরাধী সাব্যস্ত হলে তিনি শাস্তি পাবেন। কিন্তু একটি কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিচারের নামে কী হতে পারে, সেটুকু বোঝা যায় বলেই ড. ইউনূসকে নিয়ে বাংলাদেশ তো বটেই, বৈশ্বিক উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। যাই হোক, ড. ইউনূসের বিচারের বিস্তারিত বলা এই কলামের উদ্দেশ্য নয়।

মারিয়া রেসা ছাড়াও বেলারুশের একজন নোবেলজয়ীর জেলে যাওয়ার কথাও এখানে আলোচনায় এসেছে। তিনি হলেন এলেস বিলিয়াতস্কি, ২০২২ সালে শান্তিতে নোবেলজয়ী। এ বছরের মার্চ মাসে এই ভদ্রলোককে আরও কয়েকজনের সঙ্গে আন্দোলনের লোকজনকে টাকা দেওয়া এবং টাকা পাচারের অভিযোগে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তিনি 'ভিয়াসনা মানবাধিকার কেন্দ্র' নামের একটি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের প্রধান। দীর্ঘকাল থেকে তিনি বেলারুশের মানবাধিকার ও গণতন্ত্র নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছেন।

ক্ষমতাসীন সরকার ও তার চিন্তাচেতনা লালন ও প্রচারকারীরা এ দুই নোবেলজয়ীর কথা সামনে আনছেন নোবেল বিজয়ীদের ওপরে বিচারের উদাহরণ হিসেবে। এগুলোকে খুবই দুর্বল ধরনের রাজনৈতিক রেটরিক হিসেবে উড়িয়ে দেওয়াই যায়। কিন্তু একটা টিভি টক শোতে যখন দেখলাম, আমার একজন সহআলোচক ফিলিপাইন আর বেলারুশের নোবেল বিজয়ীর বিচার নিয়ে উদাহরণ দিচ্ছেন, তখন মনে হলো, বিষয়টিকে আর খুব হালকা রাজনৈতিক রেটরিক ভেবে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না, এটা নিয়ে কিছু কথা বলা জরুরি।

ফিরে আসা যাক ফিলিপাইনের মারিয়া রেসার কথায়। রেসা একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক। একসময় তিনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বিশ্বখ্যাত সংবাদ সংস্থা সিএনএনের হয়ে কাজ করেছেন। পরে প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজের সংবাদ পোর্টাল 'র‍্যাপলার'।

রেসা বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন ফিলিপাইনের সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তের সময়। যাঁরা আন্তর্জাতিক বিষয়ের ন্যূনতম খবর রাখেন, তাঁরা জানেন, আর সব পরিচয় ছাপিয়ে তাঁর কর্তৃত্বপরায়ণতাই ছিল তাঁর বৈশ্বিক পরিচয়ের প্রধান কারণ। এমনকি প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগেও যখন তিনি দাভাও শহরের মেয়র ছিলেন, তখনো মাদক এবং অন্যান্য অপরাধ দমনে তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম মানবাধিকার পরিপন্থী পদক্ষেপের অভিযোগ ছিল। তবে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে তিনি অসংখ্য মাদক ব্যবসায়ী এবং মাদকাসক্তকে খুন করেছিলেন বিচারবহির্ভূতভাবে।

২০২২ সালের ২৪ জুন র‍্যাপলারের প্রতিবেদন জানায়, রদ্রিগো দুতার্তের সময় সরকারি হিসাবেই মাদকের অভিযোগে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার। আর মানবাধিকার সংস্থাগুলোর হিসাবে এটা ২৭ থেকে ৩০ হাজার। আছে অত্যন্ত ভয়ংকর একটি বিষয়, ২০১৮ সালের জুন মাসে দুতার্তে প্রকাশ্যে তাঁর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। তখন পৃথিবীর সব শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায় তাঁর এই বক্তব্য শিরোনাম হয়েছিল। 'মাই অনলি সিন ইস দ্য এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং' বাক্যটি লিখে গুগল করলেই যেকেউ দেখতে পাবেন, কেমন সাড়া ফেলেছিল তখন তাঁর এই উক্তিটি।

শুধু মাদকের সঙ্গে জড়িত লোকজন নয়, দুতার্তে তাঁর ছয় বছরের শাসনামলে মানবাধিকারকর্মী খুন করেছেন প্রায় সাড়ে চার শ, খুন হয়েছেন দেড় শর বেশি ভূমি এবং পরিবেশ অধিকারকর্মী এবং বিচারক, আইনজীবী ৭০ জনের মতো। শুধু সেটাই নয়, মানবাধিকারের অন্য সব দিক এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতারও চরম ক্ষতি করেছিলেন দুতার্তে।

দুতার্তের অপশাসনের বিরুদ্ধে শক্তভাবে দাঁড়িয়েছিলেন মারিয়া রেসা তাঁর নিউজ পোর্টাল র‍্যাপলার নিয়ে। এটাই তাঁর বিরুদ্ধে দুতার্তের ক্ষোভের কারণ। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম মামলা দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ২০১৮ সালে দেওয়া হয়েছিল আয়কর ফাঁকির মামলা। মামলাটির কথাই আমাদের এখানে আলোচনায় এনেছেন ক্ষমতাসীনেরা। ওদিকে বেলারুশের এলেস বিলিয়াতস্কি তাঁর শাস্তি পেয়েছেন এমন একজন শাসকের অধীনে, যাঁকে সাম্প্রতিক কালে আমরা চিনেছি রাশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসনের কারণে।

## জানা অজানা



### প্রেমের ঠাকুর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু

**সুনীল কুমার দে**

আজ আপনাদের তিনি প্রেমের ঠাকুর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা কিছু বলবো।তাঁর আগেকার নাম ছিলো নিমাই।তাঁর শরীর ছিলো গৌর বর্ণ তাই অনেকেই আবার গৌরাঙ্গ বা গোরাচাঁদ বলেও ডাকতো। তিনি জ্ঞানী ছিলেন ও খুব পন্ডিত ছিলেন ,ছাত্রদেরকে টোল এ শিক্ষা দিতেন তাই নিমাই পন্ডিত বলেই বেশি পরিচিত ছিলেন।পশ্চিম বঙ্গের নবদ্বীপ গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি ভক্তি আন্দোলনের পুরোধা।সারা বাংলাকে একদিন হরিনাম সংকীর্তন এ মাতিয়ে দিয়ে ছিলেন।সেই সময় একদিকে তান্ত্রিকদের অনাচার ও অন্যদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সারা বাংলা।এই ঘোর সংকটে হয়েছিলো তাঁর আবির্ভাব।তিনি হরিনামের প্রচার করে হিন্দু জাতিকে বিধর্মীদের হাত থেকে রক্ষা করে ছিলেন।তাঁকে তাই আমরা ভগবানের অবতার রূপে পূজা করি।তিনি মনে মনে ভাবলেন এই হরিনাম কে শুধু বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না,বাংলার বাইরেও প্রচার করতে হবে কিন্তু তার জন্য ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না।সংসার ছাড়তে হবে।কিন্তু ঘরে জোয়ান বউ আছে,গর্ভধারিনী মা আছে তাদের ত্যাগ করি কিভাবে।এ দিকে আবার বিরোধীরা সবাই বলা বলি করছে,,নিমাই পন্ডিতের সব ভণ্ডামি।এদিকে বলছে তৈল,মৎস্য ও নারী কে ত্যাগ না করলে হরিনাম করতে পারবে না আর ওদিকে ঘরে জোয়ান বউ এর সাথে ফুর্তি করছে।এরই মাঝখানে নিমাই পন্ডিত পিতৃ পুরুষের পিণ্ড দান করার জন্য গয়াতে গেলেন।গয়া থেকে ফেরার পর মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হলো।মনে মনে তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন লোক শিক্ষার জন্য।একদিন মধ্য রাত্রে বউ বিষ্ণুপ্রিয়া ও মাতা শচীদেবী কে ছেড়ে গৃহ ত্যাগ করলেন।সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য গেলেন কেশব ভারতীর কাছে।কেশব ভারতী তাঁর শরীরে যৌবনের বাহার দেখে সন্দেহ করলেন সে সন্ন্যাস ধর্ম পালন করতে পারবে কিনা বলে।নিমাই পন্ডিত বললেন,আপনি আমায় পরীক্ষা করতে পারেন।কেশব ভারতী তখন একমুঠো চিনি দিয়ে বললেন,, এই চিনি গুলোকে তুমি মুখে দাও আর কিছুক্ষণ পরে বের কর যেন একটি দানা ও না ভিজে।এইটি করে যদি তুমি দেখাতে পারো তাহলে ভাববো তুমি জিতেন্দ্রিয়।ইন্দ্রিয় তোমার অধীনে।তুমি সন্ন্যাসী হওয়ার যোগ্য।

কেশব ভারতীর কথা মতো তিনি তাই করলেন ও পরীক্ষায় পাশ করলেন।খুশি হয়ে কেশব ভারতী তাঁকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।নিমাই পন্ডিতের নুতন নাম হলো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব।তারপর তিনি পুরো বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা কে হরিনাম সংকীর্তন এ মাতিয়ে দিলেন ও হিন্দু ধর্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলেন।শেষ জীবন টা তিনি পুরীতে কাটালেন।আজ হরিনাম সংকীর্তন শুধু ভারত বর্ষেই সীমাবদ্ধ নয়,বিদেশে ও এর প্রচার প্রসার ঘটেছে।বিদেশের মানুষ ও আজ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে হরিনাম করছে ও পরম শান্তি লাভ করছে।জয় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জয়।

## পাঠকের চিঠি

### যাঁরা যুদ্ধ সমর্থন করেননি, তাঁরাও কেন পুতিনের হার চান না

খুব সম্ভবত আমরা কোনো দিনই জানতে পারব না, ভাড়াটে যোদ্ধাদের বাহিনী ভাগনার গ্রুপের প্রধান প্রিগোশিন আসলেই কেন ও কী কারণে নিহত হয়েছেন। সম্ভবত প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আদেশেই প্রিগোশিনকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে প্রিগোশিনের শত্রুপক্ষ রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাত ছিল এবং প্রিগোশিনের এই দায়মুক্তিপ্রাপ্ত খুনের ঘটনায় সম্ভবত তারাই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের বেশির ভাগ পশ্চিমা ভাষ্য প্রিগোশিনের বিষয়ে পুতিনের ভয়, রুশ অভিজাত ব্যক্তিদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এবং রুশ শাসনব্যবস্থার ভঙ্গুর দিকের ওপর আলোকপাত করেছে। এসব বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া যে ভুল কিছু, তা মোটেও নয়। কিন্তু এর বাইরে প্রিগোশিনের এই অপঘাতে মৃত্যু রাশিয়ার শাসক গোষ্ঠীর ভেতরে, রুশ সমাজে, সেখানকার মানুষের জীবনে কী প্রভাব ফেলবে এবং রাশিয়ায় কী নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি করবে, সেসব তাদের মতামতে বাদ পড়ে গেছে। প্রিগোশিন ও রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগুর মধ্যকার প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব মেটাতে প্রেসিডেন্ট পুতিন আরও আগে হস্তক্ষেপ করতে ব্যর্থ হওয়ায় রুশ অভিজাত ব্যক্তিরা যে উদ্বিগ্ন হয়েছেন, সেটি সর্বাংশে সত্য। প্রিগোশিনের সশস্ত্র বিদ্রোহ রাশিয়ার অভ্যন্তরে যে বিভক্তি তৈরি করেছে এবং ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাজয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তাও অনেকখানি সত্য। ইউক্রেন যুদ্ধের পরিণতি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেটিই এখন প্রত্যেকের চিন্তার কেন্দ্রে আছে। কিন্তু তারপরও প্রিগোশিনের প্রভাব এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রিগোশিনের প্রশংসা পুতিনকে এখনো ভাবিয়ে তুলছে। প্রিগোশিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কঠোর গোপনীয়তায় সম্পন্ন করাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পুতিনের সর্বাত্মক যুদ্ধে নামার বিষয়টি রাশিয়ার বহু মানুষ সমর্থন করেননি। কিন্তু এখন আবার পুতিন এই যুদ্ধে হেরে ফিরে আসুক, সেটিও তাঁরা চান না।

**সুকমল বোস, মুরি**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

# মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জনপ্রিয়তা দ্রুত হারে হ্রাস পাচ্ছে, আগামী ছয় মাসে এই জনপ্রিয়তা আরো কমবে বলে মন্তব্য কংগ্রেস বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহের

### এর কারণ হিসাবে অসমের প্রদেশ কংগ্রেসের ১৭ টি যুক্তি

**সব্যসাচী শর্মা**

**গুয়াহাটি ঃ** নিজের রাজ্যে কোন মুখ্যমন্ত্রী কতটা জনপ্রিয় এই সংক্রান্তে দেশের অগ্রণী সংবাদ ম্যাগাজিন ইন্ডিয়া টুডে চালানো মুড অফ দ্যা নেশন শীর্ষক এক সমীক্ষা অনুসারে নিজের রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জনপ্রিয়তা দ্রুত হারে হ্রাস পাচ্ছে। এই মন্তব্য অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহের। তিনি বলেন আগামী ছয় মাসে মুখ্যমন্ত্রীর এই জনপ্রিয়তা আরো কমবে। মোট ১৮ টি কারণের জন্য রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ সংবাদ ম্যাগাজিন ইন্ডিয়া টুডে চালানো মুড অফ দ্যা নেশন শীর্ষক এক সমীক্ষার যাবতীয় তথ্য তুলে ধরেছেন। গুয়াহাটি মহানগরের জি এস রোডে স্থিত প্রদেশ কংগ্রেসের মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে তিনি জানান ইন্ডিয়া টুডের সমীক্ষা অনুযায়ী বিগত জানুয়ারিতে অসমের ৬৮.৩ শতাংশ ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাজকর্মে সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আগস্টে শুধু ৪৯.২ শতাংশ ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর কাজকর্মে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এর মাধ্যমে সাত মাসে ১৯ শতাংশ জনপ্রিয়তা হ্রাসের মাধ্যমে ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সর্বাধিক জনপ্রিয়তা হারানো মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ বলেন যেভাবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহন করার কিছু কারণ থাকে ঠিক সেইভাবে জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়ারও কারণ রয়েছে। এই কারণগুলো সম্পূর্ণভাবে খতিয়ে দেখেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জনপ্রিয়তা হারানোর উল্লেখযোগ্য কারণগুলো খুঁজে বের করা হয়েছে। এই কারণগুলোর জন্য আসন্ন দিনে মুখ্যমন্ত্রী আরও বেশি জনপ্রিয়তা হারাবেন বলে দাবি করেছে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। এক্ষেত্রে বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত হারে জনপ্রিয়তা হারানোর আড়ালে থাকা বিজেপি সরকারের ১৭ টি উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতার বিষয়টি তুলে ধরার পাশাপাশি জনপ্রিয়তা হারানোর আরো অন্যান্য কারণগুলো বিশ্লেষণ করেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করা বিজেপি সরকারের এই ১৭ টি উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতা গুলোর তালিকায় রয়েছে ১. মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক নীতি ২. অসমের উপর অধিক ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ৩. মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে ব্যর্থতা ৪. বেকার সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা ৫. দুর্নীতি নির্মূলকরণে ব্যর্থতা ৬. অসমের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা কর্তন ৭. শুদ্ধ নাগরিক তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে নীরবতা ৮. সংযুক্তির ৬ নম্বর দফা সম্পর্কে বিচারপতি বিপ্লব শর্মা কমিটি দাখিল করা প্রতিবেদন কার্যকরী না করা ৯. বন্যা এবং ভাঙ্গন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা ১০. ছয় জনগোষ্ঠীকে ষষ্ঠ তফসিলি উপজাতি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করা ১১. বৃহৎ নদী বাঁধের সমর্থন করা ১২. পুরানো পেনশন নীতি পুনর্বার প্রবর্তন না করা ১৩. প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে থাকা সীমানা সমস্যার নিস্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ১৪. উদ্যোগ এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিযোগের সুবিধা গড়ে তুলতে ব্যর্থতা ১৫. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রমাণিত হবে লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্গঠন করা ১৬. বিকল্প সংস্থাপনের ব্যবস্থা না করে গ্রাম শহর উভয় যেখানে সেখানে উচ্ছেদ অভিযান চালানো ১৭. যেখানে সেখানে টোল গেট স্থাপন করা।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ বলেন বিজেপি সরকারের এই উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতা গুলো ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা হ্রাস হওয়ার আড়ালে আরো কিছু কারণ রয়েছে। মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার কথা বলা তাছাড়া স্বচ্ছ এবং পরিস্কার নিযুক্তির কথা বলা বিজেপি চাকরির নামে বৃহৎ একটি বাজার চালিয়ে যাচ্ছে। চাকরির এই ব্যবসা মূলত বাজপেয়ি ভবন থেকে পরিচালিত হচ্ছে। চাকরির নামে বিজেপির একাংশ নেতা কিভাবে ৩ লক্ষ টাকা করে সংগ্রহ করে তার থেকে আড়াই লক্ষ টাকা উপর মহলকে দিয়েছে সেইসব কথা ইতিমধ্যে তাদের মুখেই

জনসমক্ষে প্রকাশ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিজেপির অভ্যন্তরে সম্প্রতি নতুন বিজেপি এবং পুরনো বিজেপির মধ্যে সংঘাত তুঙ্গে উঠেছে। এই সম্পর্কে আলোচনাগুলো সাধারণ মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ। নিজেদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চালিয়ে নেওয়ার জন্য এক অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা স্বার্থে বিজেপি রাজ্যে সক্রিয় অন্য এক সাম্প্রদায়িক শক্তি এআইইউডিএফ এর সঙ্গে অশুভ গোপন সম্পর্ক বজায় রাখাটি সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পেরেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অন্যদিকে স্মার্ট মিটারের মাধ্যমে বিজেপি সরকার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অভাবনীয়ভাবে যে লুণ্ঠন চালাচ্ছে সেটা কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটা নিয়ে সাধারণ লোক অতিষ্ট এবং বিরক্তি হওয়া স্বাভাবিক বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

বিজেপি সরকার সম্প্রতি মহানগর কেন্দ্রিক পরিকাঠামো নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে থাকার বিপরীতে গ্রাম্য পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে এই সরকার অবজ্ঞার চোখে দেখছে। মহানগর কেন্দ্রিক পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষের সুবিধা ও অসুবিধার প্রতি নজর দিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তথা বাস্তবসম্মত এর নির্মাণ কার্যসূচি অব্যাহত রাখার পরিবর্তে ব্যক্তিগত লাভা লাভের অংকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণকার্য চালানোর বিষয়টি সাধারণ জনতা বুঝতে পেরেছেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে শহর নগরবাসী অসন্তুষ্ট হয়ে পড়াটি স্বাভাবিক বলে মনে করছেন কংগ্রেস বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ। তিনি বললেন নিজেকে জাতীয় পর্যায়ের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়ার ফলে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে নির্বাচনী প্রচার ইত্যাদি কাজে বিভিন্ন রাজ্যে নিয়মিত যেতে হচ্ছে। এর ফলে নিজের রাজ্যে কাজকর্ম করার সময় কমে গেছে। এই বিষয়গুলো সাধারণ মানুষ সহজভাবে নিতে পারছেন না। তাছাড়া জনসমক্ষে সরকারি অফিসার কর্মচারীকে অমার্জিত ব্যবহার করা সহ বিভিন্ন সময়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রদর্শন করা অগ্রহণযোগ্য সামাজিক আচরণ ও তার জনপ্রিয়তা হ্রাস হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে বলে মন্তব্য করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ।

# শিলচর এবং গুয়াহাটির মধ্যে চলাচলকারী এক্সপ্রেস ট্রেন, রঙিয়া পর্যন্ত সম্প্রসারণ পতাকা নাড়িয়ে শুভ সূচনা

**মালিগাঁও (সব্যসাচী দে)ঃ** যাত্রীদের সুবিধার্থে ত্রিসাপ্তাহিক ট্রেন নং. ১৫৬১২ ১৫৬১১ (শিলচর গুয়াহাটি শিলচর) এক্সপ্রেস এর পরিষেবা ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে উভয় দিকে রঙিয়া পর্যন্ত সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শ্রী ভুবনেশ্বর কলিতা, মাননীয় সাংসদ (রাজ্যসভা) শ্রী দিলীপ শইকিয়া, মাননীয় সাংসদ (লোকসভা) এবং শ্রী ভবেশ কলিতা, বিধায়করঙিয়া ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রঙিয়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনটির শুভ সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্য কার্যালয় ও ডিভিশন থেকে বরিষ্ঠ আধিকারিকরা এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই সম্প্রসারণ কাছাড় এলাকা থেকে নিম্ন আসামে বিভিন্ন কাজের জন্য ঘন ঘন যাতায়াত করা যাত্রীদের উদ্দেশ্য পূরণ করবে। রঙিয়া জং. ট্রেন যাত্রীদের জন্য একটি প্রধান ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট হিসাবে কাজ করার জন্য কাছাড় এলাকার মানুষ রঙিয়া জং. হয়ে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পারে যাতায়াতের সুবিধা লাভ করবেন। সেই অনুযায়ী ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ থেকে ১৫৬১১ নং. (রঙিয়া শিলচর) এক্সপ্রেস ট্রেনটি রঙিয়া থেকে প্রত্যেক সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবারে ১৫.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৪.৪০ ঘণ্টায় শিলচর পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ থেকে ১৫৬১২ নং. (শিলচর রঙিয়া) এক্সপ্রেস ট্রেনটি শিলচর থেকে প্রত্যেক বুধবার, শুক্রবার এবং রবিবারে ২২.১৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১০.৩০ ঘণ্টায় রঙিয়া পৌঁছবে। এই ট্রেনটি যাত্রার সময় উভয় পথে চাংসারি, কামাখ্যা, গুয়াহাটি, চাপরমুখ জং., হোজাই, লামিডং জং., নিউ হাফলং, বদরপুর জং. ও কাটাখাল স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। ১৪টি কোচ নিয়ে গঠিত এই ট্রেনটিতে যাত্রীদের জন্য এসি ২ টিয়ার, এসি ৩ টিয়ার, স্লিপার ক্লাস ও সেকেন্ড ক্লাস সিটিং কোচ থাকবে। এই ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

## মৃত্যুর গুজব কর্দিন পর হল সত্য

**জামশেদপুর (অভিজিৎ রায়) ঃ** দিনকয়েক আগেই তাঁর মৃত্যুর গুজব ছড়িয়েছিল। সেইসময় নিজেই সেই গুজব উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বারো দিনের মাথায় সেই গুজব, সত্যি হল। প্রয়াত হলেন জিম্বাবোয়ে ক্রিকেটের গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম হিথ স্ট্রিক। বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৯ বছর। শনিবার মধ্যরাতে মাতাবেলেল্যান্ডের ফার্ম হাউসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন হিথ স্ট্রিক। নিজের ফেসবুক একাউন্ট থেকে স্ট্রিকের স্ত্রী নাদিম স্ট্রিক তাঁর মৃত্যুর খবর কনফার্ম করেছেন। ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক হিথ স্ট্রিক। তবে সেই লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হল না। ক্যানসার ধরা পড়ার পরেই দক্ষিণ আফ্রিকার নামি ক্যান্সার বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছিল দাপুটে জিম্বাবোয়ানের। জিম্বাবোয়ের ইতিহাসে অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ছিলেন স্ট্রিক। ১৯৭৪ সালের ১৬ মার্চ বুলাওয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র ১৯ বছরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট ক্রিকেট দিয়ে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। সিএবির হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে আযোজিত হিরো কাপে ওয়ান ডে অভিষেক। প্রথম ম্যাচে বৃষ্টির জন্য কিছুই করতে পারেননি একটা মেডেন নেওয়া ছাড়া। দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ব্যর্থ। তৃতীয় ম্যাচে ইংদারে ইতিহাস গড়তে গিয়ে আটকে যান। বল হাতে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সচিনকে আউট করেন, তখন তিনি ১৬ বলে ২৪। ভারত আড়াইশো পেরোতে পারেনি। এরপর দশ নম্বরে নেমে ৯ বলে ১১ করে শেষ বলে রান আউট না হলে ম্যাচ জিম্বাবোয়েই জিতে যেত। ম্যাচ টাই হয়।তিনি যখন খেলতেন, সেটার অধিকাংশ সময় জিম্বাবোয়েকে কার্যত একাহাতে টানতেন। তাতেও কখনও হার মানতেন না। বরং বীরবিক্রমের সঙ্গে জিম্বাবোয়ের হয়ে জীবন উজাড় করে বোলিং করতেন। ব্যাটিং করতেন। যিনি জিম্বাবোয়ের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে ১০০টি উইকেট নেওয়ার নজির গড়েছিলেন। শুধু তাই নয়, জিম্বাবোয়ের প্রথম বোলার হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে ১০০টি উইকেট নিয়েছিলেন স্ট্রিক। একইসঙ্গে একদিনের ক্রিকেটে ২,০০০ রান করা এবং ২০০টি উইকেট নেওয়া প্রথম জিম্বাবোয়ের ক্রিকেটার ছিলেন তিনি। বস্তুত এডো ব্র্যান্ডেস ছাড়া এতবড় মাপের পেসার জিম্বাবোয়ে কোনও দিন পায়নি। হিথ ২০০০ সালে জিম্বাবোয়ের অধিনায়ক হয়েছিলেন এবং ২০০৪ পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। কিন্তু নিজের ক্যাপ্টেন জীবনে এক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শর পৃষ্ঠপোষক না হওয়ার জন্য তাকে যথেষ্ট হেনস্থাও হতে হয়েছে। ২০০৫ সালে তিনি ক্রিকেট থেকে অবসর নেন।

খেলা ছেড়ে দেওয়ার পর ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বহু দলের কোচিংয়ে যুক্ত ছিলেন তিনি। জিম্বাবোয়ে, স্কটল্যান্ড এবং বাংলাদেশের জাতীয় দলে কোচিং করিয়েছেন। ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল অবধি তিনি বাংলাদেশের কোচিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন। তার সময়কালে বাংলাদেশে একাধিক তারকা ফাস্ট বোলার জায়গা করে নেয় এবং তারাই ভবিষ্যতে ফার্স্ট বোলিংয়ের মুখ হয়েছেন। তাস্কিন আহমেদ, মুস্তাফিজুরদের কেরিয়ার তৈরিতে বড় অবদান রয়েছে তার। আইপিএল টিম কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং গুজরাট লায়ন্সের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০২১ সালে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগে তাঁকে আট বছরের জন্যে নির্বাসিত করে আইসিসি। পরে ক্ষমা চান তিনি। জানান, ম্যাচ গড়াপেটার সঙ্গে কোনও দিনই তিনি যুক্ত ছিল না।

# বজালি জেলার অপসারিত পুলিশ সুপার সহ আটজন পুলিশকে জেরা সিআইডির

### পাঁচজনকে গ্রেফতার, ৫ দিনের পুলিশ হেফাজত

**সব্যসাচী শর্মা**

**গুয়াহাটি ঃ** সুপারির ব্যবসায়ী থেকে পাঁচ কোটি টাকা দাবি করা বজালি জেলার অপসারিত পুলিশ সুপার সহ আটজন পুলিশকে ইতিমধ্যে রিজার্ভ ক্লোজড করা হয়েছিল। এবার পুলিশ সুপার সহ বজালি জেলার এই আটজন পুলিশকে জেরা করেছে সিআইডি। জেরার পর পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আদালত তাদের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। তাছাড়া বজালি জেলার অপসারিত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই এর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে সিআইডি। প্রসঙ্গত দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারী এবং পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক কঠোর অবস্থান নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি ইতিমধ্যে বলেছেন পুলিশ নিজেদের ক্যারেক্টার পরিবর্তন করতে হবে। দরিদ্র ব্যক্তির উপর অত্যাচার করা চলবে না। আগে যেভাবে দাবি হুমকি করা ইত্যাদি ব্যবস্থা চলছিল সেটা এখন বন্ধ করতে হবে। সেই ব্যবস্থা চলবে না। এমনকি পুলিশের শীর্ষতম পুলিশ অফিসার হলেও তিনি গ্রেফতার হবেন। এক্ষেত্রে ডিজিপি ইতিমধ্যে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া ডিজিপি যেটা বলছেন সেটা পুলিশ সুপার পর্যায়ে প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের বোঝা উচিত। কারণ ডিজিপি বলা কথা তারই কথা বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন বর্তমান পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এই ধরনের সাধারণ মানুষকে যন্ত্রণা দেওয়া কোনো অভিযোগ উত্থাপন হলে এবং সেটা যদি প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে সেই পুলিশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ডিজিপিকে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

বজালি জেলার সুপারির ব্যবসায়ী থেকে পাঁচ কোটি টাকা দাবি করার ফলে পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই ছাড়াও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পুসকল গগৈ, পাঠাচারকুচি থানার ওসি অনুপ জ্যোতি পাটিরি, সাব ইন্সপেক্টর দেবজিৎ গিরি, এএসআই শশাঙ্ক দাস, এবিসি ইনজামামুল হাসান, হোম গার্ড (চালক) দ্বীপ জয় রায় এবং হোম গার্ড (চালক) নাবির আহমেদের বিরুদ্ধে সিআইডি পিএস কেস নাম্বার ১৪২০২৩, আন্ডার সেকশন ১২০বি ৩৪১ ৩৪২ ৩২৩ ৪৪৮ ২৯৪ ৩৭৯ ৩৮৭ ৪২৭ ৫০৬ ৩০৭ আইপিসির অধীনে মামলা রজ্জু করেছিল। অবশেষে সিআইডি এই আটজন পুলিশকে ব্যাপকভাবে জেরা করে সাব ইন্সপেক্টর দেবজিৎ গিরি, এএসআই শশাঙ্ক দাস, এবিসি ইনজামামুল হাসান, হোম গার্ড (চালক) দ্বীপ জয় রায় এবং হোম গার্ড (চালক) নাবির আহমেদকে শনিবার গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার করা এই পাঁচজন পুলিশকে আদালতে হাজির করানো হয়েছে। তাছাড়া এই মামলায় মধ্যভোগী এক ব্যক্তিকে বজালী পুলিশের তরফে গ্রেফতার করে সিআইডির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সিআইডির এই তদন্তের আওতায় পুলিশের শীর্ষস্থরের কর্তারাও আসতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য প্রসঙ্গত বজালি জেলার পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই স্থানীয় ব্যবসায়ী রবিউল ইসলাম থেকে কোনো কারণ ছাড়াই পাঁচ কোটি টাকা দাবি করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি ব্যবসায়ী রবিউল ইসলামকে বিনা দোষে হাতে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে থানায় নিয়ে দুদিন তাকে লকআপে আটকে রাখা হয়েছিল বলে তার এক আত্মীয় অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এই অভিযোগ পাওয়ার পরেই সিআইডি বজালি জেলার আটজন পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা রজ্জু করেছিল।

# কলা সংস্কৃতি মঞ্চ চান্ডিল দ্বারা আয়োজিত বিশাল করম মহাপর্ব

### করম প্রকৃতির পূজাঅর্চনার উৎসব ঃ দেবাশীষ মাহাতো

**সুধীর গোরাই**

**জামশেদপুর ঃ** কালা সংস্কৃতি মঞ্চ চান্ডিল মহকুমা দ্বারা চান্ডিল ব্লকের ঘোড়ানেগি কলোনি মাঠে ঝাড়খণ্ডের প্রাচীন প্রকৃতির পূজা করম পরবের আযোজন করে। এই সময়, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা থেকে কয়েক ডজন করম নৃত্য দল, ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে, স্থানীয় ভাষায় গান এবং নৃত্য পরিবেশন করে। এই মহা উৎসবে প্রকৃতিপ্রেমীরা ভিড় করেন। করম নৃত্য দেখতে হাজার হাজার নারী, পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধ দূর দূরান্তে থেকে এসেছিলেন। কলা সংস্কৃতি মঞ্চ চান্ডিল মহকুমা এর সক্রিয় সদস্য দেবাশীষ মাহাতো করম পরব সম্পর্কে বলেন, করম শুধু একটি উৎসব নয় যেখানে করম শুধু আখড়ায় গাসঞ্জের সেবাই করে না, কুড়মি পূর্বপুরুষরা এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন যাতে ভবিষ্যতে অবিবাহিত মেয়েদের বিয়ে হয়। স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে শেখা স্বাভাবিকভাবেই আসে। পূর্বপুরুষদের প্রধান করম চাসের জন্য বীজ চিনতে এবং অঙ্কুরোদগমের প্রক্রিয়া জানা, দেখা, শেখা, বোঝা এবং স্বীকৃতি। দেবাশীষ মাহাতো বলেন, ভবিষ্যতে তাদের মাতৃশক্তিকে বুঝতে এবং অনুভব করতে, বরনকে বুঝতে এবং অনুভব করতে, যাতে এটি সহজেই সন্তানের জন্ম দিতে পারে, তাদের লালনপালন করতে পারে, এর জন্য প্রতিটি কর্মাইতি, যা জাউয়া মঞ্জ নামেও পরিচিত। এই উৎসবে অনেক নিয়ম মেনে চলা হয়। যেমন হাবু স্নান করলে অর্থাৎ নদী বা পুকুরে স্নান করার সময় তার পিঠের দিকে না ফেরা উচিত, এমন করলে তার জবা ও পিছনের দিকে বেঁকে যায়, তার পাশে ঘুমানো উচিত নয়, অন্যথায় জবাও খেয়ে ফেলবে। তার পাশে, শাক খাবেন না। নইলে জবাও সবুজ হয়ে যাবে, দই খাবেন না, টক না হলে জবা ছাঁচ হয়ে যাবে, লবণ হাত দিয়ে স্পর্শ করবেন না, নইলে জবা গলে যাবে, হাত দিয়ে দাতুয়ান ভাঙবেন না, নইলে জবা ভেঙে যাবে। চুল বেঁধে দেবেন না নইলে জবা জট পড়বে, অবাঞ্ছিত জায়গায় মলত্যাগ করবেন না নাহলে জবা বাদামী হয়ে যাবে, আগুনে পোড়ানো জিনিস খাবেন না নইলে জবা পুড়ে যাবে, হলুদ খাবেন না, নাহলে জবা হলুদ হয়ে যাবে, মিষ্টি খাবেন না, না হলে জবা পিঁপড়া হয়ে যাবে ইত্যাদি।

# এমএলএস চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে যা বললেন মেসি

**লস অ্যাঞ্জেলেস (ওয়েবডেস্ক) ঃ** ইন্টার মায়ামির জয় মানেই যেন লিওনেল মেসি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। ন্যাশভিলের বিপক্ষে আগের ম্যাচে মেসি গোল বা 'অ্যাসিস্ট' না পাওয়ায় দলও শেষ পর্যন্ত আর জিততে পারেনি। তবে আজ এমএলএস চ্যাম্পিয়ন লস অ্যাঞ্জেলেসের বিপক্ষে ফের ছন্দে দেখা গেছে মেসিকে। ইন্টার মায়ামির ৩-১ গোলে জয়ের পথে জোড়া 'অ্যাসিস্ট' করেছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে ম্যাচ হওয়ায় এই ম্যাচ নিয়ে কিছুটা চাপ ছিল ইন্টার মায়ামি শিবিরে। আগের দিন ম্যাচটির গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছিলেন কোচ জেরার্দো মার্তিনো। এবার মেসিও বলেছেন, এই ম্যাচ দিয়ে নিজেদের অবস্থান যাচাই করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। আর শেষ পর্যন্ত দারুণভাবে চ্যালেঞ্জটা উতরে যাওয়ায় নিজের উচ্ছ্বাসের কথাও বলেছেন বিশ্বকাপজয়ী এই মহাতারকা।

এবার জোড়া গোলে সহায়তা করলেন মেসি

ম্যাচের আগেই লস অ্যাঞ্জেলেসের বিপক্ষে অপেক্ষমাণ চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে মেসি বলেছেন, 'আমরা ম্যাচের আগে নিজেদের মধ্যে অনেক কথা বলেছি। আমরা কোথায় আছি, সেটা বোঝার জন্য এটা ভালো পরীক্ষা ছিল। এটা দেখতে চাইছিলাম যে সর্বশেষ চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে আমরা কী করতে পারি। আমরা এই ম্যাচে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফল পেয়েছি। প্রতিনিয়ত দল আরও ভালো করছে।' ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়ে গোটা লিগকেই বদলে দিয়েছেন মেসি। তাঁর হাত ধরেই প্রথম শিরোপা (লিগস কাপ) জয়ের স্বাদ পেয়েছে ইন্টার মায়ামি। উঠেছে আরেকটির (ইউএস ওপেন কাপ) ফাইনালে। এরপর পরবর্তী লক্ষ্য কী তা জানিয়ে মেসির মন্তব্য, 'আমরা সৌভাগ্যবান যে একটা শিরোপা (লিগস কাপ) জিততে পেরেছি এবং একটা ফাইনালে যেতে পেরেছি। এখন লক্ষ্য হচ্ছে সেরা আটে (এমএলএসে) থাকা। আমরা উন্নতির ধারা ধরে রাখতে চাই, এভাবেই এগিয়ে যেতে হবে। আর জিততে পারা বরাবরই আত্মবিশ্বাস দেয়।'

মেসির মিসে সেলেনার অভিব্যক্তি এমনই ছিল

পিএসজিতে দুই বছরের খারাপ সময় পার করে এখন মায়ামিতে দারুণ আছেন মেসি। নিজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মেসি বলেছেন,'আমি শারীরিকভাবে ভালো বোধ করছি। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ, আমি খেলা চালিয়ে যেতে পারছি এবং যেভাবে সম্ভব দলকে সাহায্য করতে পারছি।'

লস অ্যাঞ্জেলেসে এদিন মেসির খেলা দেখতে উপস্থিত ছিলেন প্রচুর দর্শক। যেখানে প্রিন্স হ্যারি, সেলেনা গোমেজ, লেব্রন জেমস এবং লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিওর মতো তারকারাও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত দর্শকদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মেসি বলেছেন, 'এখানকার দর্শকেরা দারুণ। যে ভালোবাসা দেখিয়েছে, আবারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। খুবই কৃতজ্ঞ।'

# ভারত নেপাল ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গেলে কী হবে

**পাল্লেকেল্লঃ** এশিয়া কাপে এই বৃষ্টি এখন দলগুলোর অন্য প্রতিপক্ষ। পাল্লেকেল্লেতে গত শনিবার বৃষ্টির কারণে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ভেসে যায়। আগে ব্যাট করে ভারত ৪৮.৫ ওভারে ২৬৬ রান তোলার পর বৃষ্টির কারণে আর ব্যাট করতে পারেনি পাকিস্তান।

ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়ায় ১ পয়েন্ট করে পেয়েছিল দুই দল। সেই পাল্লেকেল্লেতেই আজ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নেপালের মুখোমুখি হবে ভারত। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এ ম্যাচেও বৃষ্টি হানা দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে এবং টস দেরিতে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর জুড়েই শ্রীলঙ্কায় বর্ষাকাল। পাল্লেকেল্লে ও কলম্বোয় গত কয়েক দিনে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে এবং আজও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। আকুওয়েদার জানিয়েছে, পাল্লেকেল্লেতে আজ ৮৯ শতাংশ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। বজ্রপাতসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ২৬ শতাংশ।

স্থানীয় সময় বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টার মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। আর এ কারণে টস ও ম্যাচ শুরু হতে দেরি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' সংবাদ সংস্থা টিএনএনের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, পাল্লেকেল্লেতে আজ সকালে বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল ৬০ শতাংশ। টসের সময় সেটি কমে ২২ শতাংশে নেমে আসতে পারে। কিন্তু সন্ধ্যায় বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় ৬৬ শতাংশ। প্রশ্ন হলো, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের মতো ভারত-নেপাল ম্যাচও বৃষ্টিতে ভেসে গেলে 'এ' গ্রুপ থেকে সুপার ফোরে ওঠার সমীকরণ কী হবে?

পাকিস্তান এ গ্রুপ থেকে সুপার ফোর নিশ্চিত করেছে আগেই। নেপালের বিপক্ষে জয় ও ভারতের বিপক্ষে পয়েন্ট ভাগ করে মোট ৩ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' গ্রুপের শীর্ষে বাবর আজমের দল। এমনিতে নিয়ম হলো, ম্যাচে ফলের জন্য দুই দলকে অন্তত ২০ ওভার ব্যাট করতে হবে। যেহেতু বৃষ্টির কারণে আজ ম্যাচ শুরু হতে দেরি হতে পারে তাই ওভার কাটার সম্ভাবনাও আছে। সেটি নির্ভর করবে ম্যাচে কত ঘণ্টা বৃষ্টির গর্ভে বিলীন হলো তার ওপর। ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসেও একই ঘটনা ঘটলে ওভার কাটার পাশাপাশি রান তাড়ার নতুন লক্ষ্যও ঠিক করে দেওয়া হবে। কিন্তু এ তো গেল ওভার কেটে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার হিসাব। কিন্তু বৃষ্টিতে যদি ম্যাচই পরিত্যক্ত হয়, তখন কী হবে!

তখন ভারত ও নেপাল ১ পয়েন্ট করে ভাগ করে নেবে। আর তাতে সুপার ফোর নিশ্চিত হবে ভারতের। 'এ' গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলে ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পাকিস্তান। ১ ম্যাচে ১ পয়েন্ট পাওয়া ভারত দুইয়ে এবং তলানিতে থাকা নেপাল ১ ম্যাচ খেলে কোনো পয়েন্ট পায়নি। পাল্লেকেল্লতে ম্যাচ আজ বৃষ্টিতে ভেসে গেল তাই লাভটা ভারতেরই। কেননা, পয়েন্ট ভাগ হলে নেপালের চেয়ে শ্রেয়তর ২ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' গ্রুপের রানার্সআপ দল হিসেবে সুপার ফোরে উঠবে ভারত। আর তলানিতে থাকা নেপালকে তখন ২ ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হবে।

তবে ভারত সম্ভবত এই ম্যাচ মাঠে খেলেই জয় তুলে নিতে চাইবে। প্রথমত, পাকিস্তানের বিপক্ষে আগের ম্যাচে ব্যাটিংটা সন্তোষজনক হয়নি। দ্বিতীয়ত, দলের বোলিং বিভাগকে এশিয়া কাপে এখনো ঝালিয়ে দেখার সুযোগ পাননি ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। আর নেপাল যেহেতু তুলামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষ, তাই মাঠের খেলায় জিতেই সুপার ফোরে উঠতে চাইবে ভারত।

বৃষ্টির কারণে গত শনিবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল হতেই টনক নড়েছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি)। শ্রীলঙ্কায় আগামী দিনগুলোতেও বৃষ্টি নামার প্রবল সম্ভাবনা থাকায় কলম্বো থেকে ম্যাচ সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছে এশিয়ান ক্রিকেটের এই নিয়ন্ত্রক সংস্থা। বিষয়টি গতকাল নিশ্চিত করেছে ইএসপিএন ক্রিকইনফো এবং বার্তা সংস্থা পিটিআই। ভেন্যু বদলানোর ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। দুই স্বাগতিক দেশের ক্রিকেট বোর্ডও (এসএলসি ও পিসিবি) এতে সম্মতি দিয়েছে।

# নেপালের বিপক্ষে আজ যে কারণে নেই বুমরা

**কলম্বো ঃ** এশিয়া কাপে আজ নেপালের মুখোমুখি হবে ভারত। গতকালই ভারতের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছিল, নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটা খেলা হচ্ছে না যশপ্রীত বুমরার। ভারতের এই পেসার ব্যক্তিগত কারণে গতকালই দেশে ফিরেছেন বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত কারণটি কী, তা নিশ্চিত হওয়া গেল আজ। সুসংবাদই দিয়েছেন বুমরা।

বুমরা ও সঞ্জনা গানেসান দম্পতির ঘর আলো করে এসেছে নতুন অতিথি। পুত্রসন্তানের বাবা হয়েছেন বুমরা। আজ সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সদ্যোজাত সন্তান, মা এবং নিজের আঙুলের একটি ছবি পোস্ট করে বুমরা লিখেছেন, 'আমাদের ছোট্ট পরিবার আরেকটু বড় হওয়ার পাশাপাশি হৃদয়টাও কল্পনাতীত পূর্ণতা পেয়েছে। আজ সকালে আমাদের ছোট্ট ছেলে অঙ্গাদ যশপ্রীত বুমরা পৃথিবীর আলো দেখেছে। আমাদের আনন্দের আর সীমা নেই এবং জীবনে যে নতুন অধ্যায় যোগ হলো, তার জন্য আর তর সইছে না।' ক্যাপশনটির শেষে লেখা বুমরা ও সঞ্জনা। অর্থাৎ দুজনের পক্ষ থেকেই এই পোস্ট।

ক্রিকইনফো কাল জানিয়েছিল, এশিয়া কাপে ভারতের হয়ে শুধু এই ম্যাচটাই খেলতে পারবেন না বুমরা। তবে তিনি কবে ফিরবেন, সেটি এখনো নিশ্চিত নয় বলে জানিয়েছে ক্রিকবাজ। নেপালকে আজ হারালেই এশিয়া কাপের সুপার ফোরে উঠবে ভারত। এরপর সুপার ফোরে ভারতের পরবর্তী ম্যাচ ১০ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে। অর্থাৎ মাঝে প্রায় এক সপ্তাহ সময় পাচ্ছেন বুমরা।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) অনুমতি নিয়েই দেশে ফিরে মুম্বাইয়ে স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছেন বুমরা। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' জানিয়েছে, সুপার ফোরের ম্যাচের আগেই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন ২৯ বছর বয়সী এই পেসার। এখন প্রশ্ন হলো, নেপালের বিপক্ষে বুমরার বদলি হবেন কে?

পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে তৃতীয় পেসার হিসেবে মোহাম্মদ শামিকে বসিয়ে শার্দুল ঠাকুরকে বেছে নিয়েছিল ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট। শামিকে বসিয়ে রাখার কারণটা তখন জানা যায়নি। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'এনডিটিভি' জানিয়েছে, নেপালের বিপক্ষে বুমরার জায়গায় শামির খেলার সম্ভাবনাই বেশি।

# 'গাদ্দার' আফগানিস্তান হারাতেই বেশি খুশি পাকিস্তান

**লাহোর (ওয়েবডেস্ক) ঃ** ভালো কিছু যে হতে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছিলাম দুবাই বসেই। আর সুখবরটা পেলাম রাত একটায় আল্লামা ইকবাল এয়ারপোর্টে নেমে। আমরা উড়োজাহাজে থাকতেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৮৯ রানে জিতে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে উঠে গেছে বাংলাদেশ। কিন্তু তাতে আমি কী আনন্দ প্রকাশ করব যাঁর কাছ থেকে খবরটা শুনলাম, তাঁর আনন্দ দেখেই আমি দিশাহারা! মধ্যবয়সী ভদ্রলোক লাহোরের মেট্রো ট্যাক্সিচালক। 'আপনাদের দেশ তো আজ (কাল) দারুণ খেলল। আফসোস আপনারা খেলাটা দেখতে পারলেন না' বলে শুরু করে একটু পরই তিনি বাংলাদেশের জয়ের প্রসঙ্গ থেকে সরে চলে গেলেন আফগানিস্তানের হারের প্রসঙ্গে। সে প্রসঙ্গে কথা হতে হতে একপর্যায়ে বুঝতে পারলাম, বাংলাদেশ জেতায় তো নয়, কালকের ম্যাচের ফলাফল নিয়ে তাঁর এই উত্তেজনা আসলে আফগানিস্তান হারায়। 'ওরা গাদ্দার'-এক কথায় আফগানিস্তান সম্পর্কে এই হলো তাঁর মূল্যায়ন।

কেন গাদ্দার? ট্যাক্সিচালক ঃ গাদ্দার নয় তো কী! আমরা ওদের খেলা শিখিয়েছি। ক্রিকেটে ওদের উন্নতির পেছনে পাকিস্তানের অবদান আছে। ইনজামাম, উমর গুলের মতো আমাদের বড় বড় খেলোয়াড় ওদের খেলা শিখিয়েছে। আর এখন কিনা আমাদের বিপক্ষেই ওরা বেশি লাফালাফি করে! আমাদের স্টাম্প দেখায়! এক ম্যাচে তো উইকেট পেলেই এমন ভাব করছিল যেন ওরা জিতে গেছে। পরে কিন্তু ম্যাচটা পাকিস্তান জিতেছে। বেইমান না হলে কেউ এ রকম করে! আমাদের কাছে খেলা শিখে কিনা ওরা ভারতের পক্ষে কথা বলে। তো একটা দল জিতলে আনন্দ করবে না! এটা তো খেলা। ট্যাক্সিচালক ঃ খেলা তো ঠিক আছে। কিন্তু এরা আসলেই বেশি বাড়াবাড়ি করে। আফগানিস্তান কিন্তু এখনো পাকিস্তানের চেয়ে বড় দল হয়ে যায়নি। তাদের সেটা বোঝা উচিত। বাংলাদেশ যদি পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোনো দলকে হারায়, আমরা কিন্তু খুশি হই। কিন্তু আফগানিস্তান জিতলে হই না। আফগানিস্তান আর ভারত এক।

বুঝলাম, ক্রিকেটের চেয়েও তাঁকে ক্রিকেটকে ঘিরে রাখা অদৃশ্য উপমহাদেশীয় রাজনীতির ঝাঁজটাই বেশি প্রভাবিত করে রেখেছে। যুক্তির বুননের চেয়ে আবেগের ধাক্কা বেশি। তবে ইমরান খানের দারুণ ভক্ত এই লাহোরি ট্যাক্সিচালক যে ক্রিকেটের নিয়মিত অনুসরণকারী, সেটিও বুঝতে অসুবিধা হয়নি তাঁর কথা শুনে। পরশু ইন্টারনেটে খেলা দেখেই মিরাজ আর নাজমুলের ব্যাটিংয়ের খুব সুন্দর বর্ণনা দিলেন। যখন বললাম, এ রকম ব্যাটিং উইকেটে তো রান করবেই, তাঁর কণ্ঠে প্রতিবাদ, 'কই, আফগানিস্তানের ব্যাটসম্যানরা তো পারেনি! বাংলাদেশের বোলিংও খুব ভালো ছিল। পেসারদের তো ওরা ভালোভাবে খেলতেই পারেনি।'

রাত তিনটায় হোটেলে চেকইন করছি। বাংলাদেশ থেকে খেলা কাভার করতে এসেছি শুনে চেকইন ফর্মে কিছু লিখতে লিখতে কলম থেমে গেল ম্যানেজার ওয়ারেসের।

ওয়ারেস ঃ আপনারা কি মাঠ থেকে এলেন?

না, ফ্লাইট দেরি হওয়ায় আমরা খেলা মিস করেছি।

ওয়ারেস ঃ বাংলাদেশ দারুণ খেলেছে। দুর্দান্ত। আমার খুব ভালো লেগেছে ওদের জিততে দেখে।

কিন্তু সুপার ফোরে তো বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ। তখন নিশ্চয়ই বাংলাদেশের হারই চাইবেন আপনি।

হেসে হেসে বললাম কথাটা। ওয়ারেসও হেসে বলেন, 'আপনারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। অতিথি। এখন এ নিয়ে কিছু বলব না। তবে আফগানিস্তান হেরেছে, এতেই খুশি আমি।'

১৯৪৭ সালে ভারতভাগের পর জাতিসংঘে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদ জানিয়েছিল আফগানিস্তান। প্রতিবেশী দুই দেশের রাজনৈতিক বৈরিতার শুরু তখন থেকেই। পরে সেটা খেলাধুলায়ও ছড়িয়ে পড়ে। আর খেলাধুলায় ক্রিকেট মাঠেই দুই দলের সাক্ষাৎ সবচেয়ে বেশি বলে এখানে বৈরিতার প্রকাশও বেশি।

সেই সুযোগে পাকিস্তানে কাল পর্যন্ত ভালো সমর্থনই পেয়েছে বাংলাদেশ। এখানকার সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের কথাবার্তায় অন্তত সেটাই পরিষ্কার। কাল মাঠে আফগান পাঠান সমর্থকেরাই যদিও সংখ্যায় বেশি ছিলেন, কিছু হাততালি বাংলাদেশও পেয়েছে 'অ্যান্টি-আফগান' দর্শকদের কাছ থেকে। অবশ্য ৬ সেপ্টেম্বরের ম্যাচে নিশ্চিতভাবেই পরিস্থিতি সে রকম থাকবে না। সুপার ফোরের লড়াইয়ে গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে সেদিন বাংলাদেশ যে মুখোমুখি হবে স্বাগতিক পাকিস্তানেরই।

# কাশ্মীরে সাংবাদিকদের ওপর ক্র্যাকডাউন : সবাই ভাবে 'এটিই হয়তো শেষ রিপোর্ট'

**শ্রীনগর (ওয়েবডেস্ক)ঃ** সুলতান পরিবারের বাস শ্রীনগরের কেন্দ্রস্থলে বাটামালুতে। তাদের জন্য ২০২২ সালের এপ্রিলের ৫ তারিখ দিনটা ছিল একটা আনন্দের দিন। কাশ্মীরে সে দিনটা ছিল বসন্তকালের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। সাড়ে তিন বছর ধরে থানা-পুলিশ-আদালতে ঘোরাঘুরি করার পর সেদিন তারা একটা ভালো খবর পেয়েছেন।

খবরটা হলো - সাংবাদিক আরিফ সুলতান , যিনি ওই পরিবারে একজন স্বামী, পিতা ও পুত্র - তিনি অবশেষে জামিন পেয়েছেন।

তিনি কখন বাড়ি ফিরবেন তার অপেক্ষায় ছিলেন আত্মীয় স্বজনরা। কিন্তু তাদের অপেক্ষা যখন কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিনে পরিণত হলো তখন তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

এর কারণ - এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ আসিফের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল আরেকটি অভিযোগ। তাকে মুক্তি দেয়া হয়নি, বরং তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় কাশ্মীর রাজ্যের বাইরে আরেকটি কারাগারে - যেখানে তাকে দেখতে যাওয়াটাও সমস্যাজনক।

আমরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু আদালতে আমরা লড়াই করে যাবো। সবাই জানে যে সে নির্দোষ তাই শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতবো - বলছিলেন তার পিতা মোহাম্মদ সুলতান।

এসব কথা চলার মধ্যেই ঘরে ঢুকে তার কোলে উঠে বসলো পাঁচ বছরের নাতনি আরিবা। তার বাবা গ্রেফতার হবার সময় তার বয়স ছিল মাত্র ছয় মাস।

ছয় বছরে সাতজন সাংবাদিক কারাভোগ করেছেন

মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরে ভারতীয় শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ চলছে ১৯৮৯ সাল থেকে।

এখানেই জঙ্গী তৎপরতাকে সহায়তার দায়ে আসিফ সুলতান প্রথম অভিযুক্ত হয়েছিলেন ।

সন্ত্রাসবিরোধী আইন ইউএপিএর আওতায় তার বিরুদ্ধে মামলা হয় - যাতে জামিন পাওয়া খুবই কঠিন। দ্বিতীয় মামলাটিও জননিরাপত্তা আইন বা পিএসএ নামে আরেকটি বিতর্কিত আইনের আওতায়। এটিতে কোন মামলা ছাড়াই কাউকে দুই বছর পর্যন্ত বন্দী রাখা যায়।

মোহাম্মদ সুলতান তার ছেলের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করছেন।

তিনি বিশ্বাস করেন যে আসিফকে তার কাজের কারণেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। বিশেষ করে ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে গ্রেফতার হবার এক মাস আগে একজন ভারতবিরোধী জঙ্গির ওপর একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন আসিফ।

আসিফ একজন পেশাদার রিপোর্টার, জঙ্গিবাদ নিয়ে লেখার জন্যই তার জেল হয়েছে। জঙ্গিদের সাথে তার কোন সংশ্রব নেই - বলছিলেন তার বাবা - তাকে আটক করে সরকার এটা দেখাতে চায় যে তাদের অপছন্দ এমন কোন বিষয় নিয়ে কেউ যেন লেখার সাহস না পায়।

ভারত সরকারের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ অনুসন্ধান করতে বিবিসি এক বছরেরও বেশি সময় ব্যয় করেছে।

অভিযোগে বলা হয়, এ অঞ্চলে সংবাদ মাধ্যমের কণ্ঠরোধ করতে ও তাদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করতে সরকার পরিকল্পিতভাবে এক অশুভ কার্যক্রম চালাচ্ছে।

কাশ্মীরের সাংবাদিকদের সাথে আমাদের দেখা করতে হয়েছে গোপনে। প্রতিশোধের শিকার হবার ভয়ে তারা তাদের পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধ করেছেন।

অনেকবার সেখানে গিয়ে আমরা দুই ডজনেরও বেশি সাংবাদিকের সাথে কথা বলেছি। তাদের মধ্যে কেউ রিপোর্টার, কেউ বা সম্পাদক, কেউ ফটোসাংবাদিক। তারা অনেকেই জাতীয় বা আঞ্চলিক মাধ্যমে কর্মরত - কেউ আবার স্বাধীনভাবে কাজ করেন।

তারা সবাই সরকারের কর্মকাণ্ডকে তাদের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখেন।

আসিফ কারাভোগ করছেন পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে।

তার মতই আরো অন্তত সাত জন কাশ্মীরী সাংবাদিক ২০১৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত জেলে গেছেন। তাদের মধ্যে চার জন - আসিফ সহ - এখনো বন্দী।

একটি ডিজিটাল ম্যাগাজিনের সম্পাদক ফাহাদ শাহকে সন্ত্রাস দমন আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সন্ত্রাসবাদ প্রচার-প্রসারের।

এর এক মাস আগেই গ্রেফতার করা হয় ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক সাজাদ গুলকে। তিনি তার কিছুদিন আগে সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন যাতে স্থানীয় লোকদের ভারতবিরোধী শ্লোগান দিতে দেখা যায়।

তার বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়।

দু'জনের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাদের জামিন হলেই অন্য কোন একটা নতুন মামলায় তাদের আবার গ্রেফতার

করা হয়েছে।

সাংবাদিক আটকের সবশেষ ঘটনাটি ঘটে এ বছর মার্চ মাসে।

সন্ত্রাসে অর্থ যোগানের সাথে সম্পর্ক থাকার দায়ে গ্রেফতার করা হয় ইরফান মেরাজকে - যার কাজ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বেরিয়েছে।

কাশ্মীরে আরো অনেক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

এসব ব্যাপারে বিবিসি স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের সাথে কথা বলার জন্য অনেক চেষ্টা করলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

মে মাসে শ্রীনগরে জি২০-র সভার সময় বিবিসি ওই অঞ্চলের শীর্ষ প্রশাসক মনোজ সিনহাকে মিডিয়ার ওপর ক্র্যাকডাউন বিষয়ে প্রশ্ন করে।

তিনি বলেন, প্রেস সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ভোগ করছে। তার ভাষায় - সাংবাদিকদের আটক বা গ্রেফতার করা হয়েছে সন্ত্রাস বা সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্টের চেষ্টার দায়ে, তাদের সাংবাদিকতা বা রিপোর্ট লেখার জন্য নয়।

বিবিসি এমন অনেক বর্ণনা শুনেছে যা মি. সিনহার দাবির সাথে মেলে না।

এখানে পুলিশের ডাক পাওয়া একজন সাংবাদিকের জন্য খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, এবং এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে রিপোর্টাররা তাদের রিপোর্টের জন্য আটক হয়েছেন, বলেন একজন সাংবাদিক।

আমার করা একটি রিপোর্টের ব্যাপারে আমি পুলিশের কাছ থেকে ফোন পেতে শুরু করি। তারা বার বার জিজ্ঞেস করতো যে, এ রিপোর্ট আমি কেন করেছি? তারা বলতো, তারা আমি ও আমার পরিবারের ব্যাপারে সবই জানে, যা খুবই ভয়ের ব্যাপার। আমার সব সময় মনে হতো - আমি গ্রেফতার বা নির্যাতনের শিকার হবো কিনা।

যে সাংবাদিকদের সাথে বিবিসির কথা হয়েছে তাদের ৯০ শতাংশই বলেছেন তাদের অন্তত একবার পুলিশ তলব করেছে। অনেকে একই রিপোর্টের জন্য কয়েকবার ডাক পেয়েছেন।

কেউ বলেছেন, পুলিশ ভদ্রভাবেই কথা বলেছে। অন্যরা বলেছেন, তারা ক্রোধ ও হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন।

আমরা এই ভয়ের মধ্যে থাকি যে যেকোনো রিপোর্টই হয়তো হবে আমার শেষ রিপোর্ট - এর পরই আমাকে জেলে যেতে হবে - বলেছেন একজন সাংবাদিক।

আরেকজনের কথা - কাশ্মীরে সাংবাদিকতার মৃত্যু হয়েছে, তা কবরে চলে গেছে।

আমাদের সাথে কথা হওয়া প্রতিটি সাংবাদিকই বলেছেন গত কয়েক বছরে তারা অসংখ্যবার পুলিশের ফোন পেয়েছেন - যার উদ্দেশ্য ছিল 'রুটিনমাফিক ব্যাকগ্রাউন্ড চেক'।

একবার আমার সামনেই এরকম একটি ফোন আসে। সেই সাংবাদিকটি তার ফোনের স্পিকার অন করে দিলেন। পুলিশ কর্মকর্তাটি তার পরিচয় দিয়ে সাংবাদিককে তার নাম, ঠিকানা ও কর্মস্থল জানতে চাইলেন। এসব তথ্য জানতে চাওয়ার কারণ জানতে চাইলে কর্মকর্তাটির স্বর বন্ধুসুলভই ছিল - কিন্তু তিনি তখন একে একে ওই সাংবাদিক ও তার পরিবারের যাবতীয় তথ্য পড়ে শোনাতে লাগলেন - কে কী করে, কোথায় থাকে, কোথায় পড়ে, কী ডিগ্রি পেয়েছে, কী চাকরি করে এমনকি একজনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামও বললেন।

সাংবাদিকটিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম এই কল পাবার পর তার কেমন লাগছে।

এটা চিন্তার বিষয় - বললেন তিনি, তার মানে তারা আমাকে এবং আমার পরিবারের ওপর নজর রাখছে, কী কারণে তারা ফোন করেছে, এর পর কী হবে - কে জানে! সাংবাদিকরা বলছেন, তারা কোন বাড়ির মালিক, কোন ব্যাংকে তাদের একাউন্ট, তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাস কী - এসব প্রশ্নও করা হয়েছে।

কাশ্মীরে সাংবাদিকদের সাথে অপরাধীর মত আচরণ করা হয়, তাদের দেশবিরোধী, সন্ত্রাস সমর্থক, পাকিস্তানপন্থী বলে ডাকা হয়। তারা বোঝে না যে আমাদের কাজ সব পক্ষের মতামত তুলে ধরা - বলেন একজন।

কাশ্মীর অঞ্চলটি নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। এ দুটি দেশ এবং চীনও কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

কাশ্মীরে সক্রিয় জঙ্গী গ্রুপগুলোর ঘাঁটি পাকিস্তানে এবং তারা সেখানকার গুপ্তচর সংস্থাগুলোর সমর্থন পায় বলে মনে করা হয় - যে অভিযোগ ইসলামাবাদ বরাবর অস্বীকার করে।

কাশ্মীরে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ দীর্ঘদিনের - যা কিছু অংশে ভারতীয় শাসনের বিরুদ্ধে ক্রোধ এবং পাকিস্তানপন্থী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন উস্কে দিয়েছে।

সাংবাদিকরা বলছেন, ভারতীয় সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, জঙ্গী গ্রুপ, প্রশাসন বা নিরাপত্তা বাহিনী সম্পর্কিত রিপোর্টিং দমন করতে চাইছে।

আমাদের সাথে কথা বলার সময় বেশির ভাগ সাংবাদিকই বলেছেন, আসিফ সুলতানের গ্রেফতারের পর পুলিশি নজরদারি বেড়েছে।

বিশেষ করে ২০১৯ এর অগাস্ট মাসে - হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি সরকার কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল এবং প্রদেশটিকে দুইভাগে ভাগ করার পর পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়েছে।

গত পাঁচ বছর ধরে এ রাজ্যে কোন নির্বাচিত সরকার নেই। এর ফলে সরকার যা খুশি করে পার পেয়ে যাচ্ছে, বলছেন সাংবাদিকরা।

এর মধ্যে চারজন কাশ্মীরী সাংবাদিক প্রকাশ্যে জানিয়েছেন যে, তাদেরকে দেশের বাইরে যেতে দেয়া হচ্ছে না।

এ তালিকায় আরো অনেকে আছেন বলে বিবিসি জানতে পেরেছে, কিন্তু তা প্রকাশ করা হয় নি। এর আইনি ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে পুলিশ কোন জবাব দেয়নি। অনেক সাংবাদিকের পাসপোর্ট নবায়ন করা হচ্ছে না, অনেকের পাসপোর্ট মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কিছু সাংবাদিকের পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে। সরকার বলছে তারা ভারতের জন্য নিরাপত্তা ঝুঁকি বলে মনে করা হয়।

আমরা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় আছি, আমরা সবাই নিজেদেরকে নিজেরাই সেন্সরশিপ করছি, বলেন এক সাংবাদিক।

আমি আমার রিপোর্ট একবার সাংবাদিক হিসেবে পড়ি, তার পর পুলিশের মত পড়ি এবং নানা তথ্য বাদ দিয়ে একে আরো নরম করতে থাকি। এখানে সাংবাদিকতা বলে তেমন কিছু আর নেই, বেশিরভাগই সরকারের জনসংযোগের মত।

এখন সম্পাদকেরা বলছেন - তারা কী ছাপবেন আর কী বাদ দেবেন তা নিয়ে প্রশাসন প্রায়ই নির্দেশনা দেয়। তাদের বলা হয়েছে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের 'জঙ্গি' না বলে 'সন্ত্রাসী' শব্দটি ব্যবহার করতে।

স্থানীয় মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল এবং তাদের হুমকি দেয়া হয়েছে, নির্দেশনা না মানলে এসব অর্থ বন্ধ করে দেয়া হবে। একজন সম্পাদক বলেছেন, তিনি প্রতিদিন যা করছেন তা তার পছন্দ নয়, কিন্তু তার প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলে সেখানে যারা কাজ করেন তাদের কী হবে? স্থানীয় পত্রপত্রিকা পড়লে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

তারা প্রায় সবাই সরকারি প্রেস রিলিজ প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপায়, আরো থাকে সরকার বা নিরাপত্তা বাহিনীর বিবৃতি। সরকারের জবাবদিহি করার মতো কোন রিপোর্ট প্রায় থাকেই না।

জুন মাসে পুলাওয়ামায় একটি মসজিদে ঢুকে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা 'জয় শ্রীরাম' শ্লোগান দিয়েছে এমন একটি অভিযোগ ওঠে।

পর দিন এখানকার অল্প কয়েকটি পত্রিকা খবরটি দেয় স্থানীয় রাজনীতিবিদ মেহবুবা মুফতির বরাত দিয়ে যিনি এর তদন্ত দাবি করেন।

পরবর্তী দিনগুলোতে আরো কিছু পত্রিকায় এটি বের হয় এভাবে যে - ভারতীয় সেনাবাহিনী ঘটনাটির তদন্ত করছে। ঘটনাস্থল থেকে তেমন কোন রিপোর্টিং প্রায় ছিলই না। সাংবাদিকদের সাথে বিবিসির কথা হলে তারা বেশির ভাগই বলেন তারা রাষ্ট্রের প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের ভয়ে আছেন। কেউ কেউ বলেন তাদের জঙ্গিদের দিক থেকেও হুমকি রয়েছে। জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর ওয়েবসাইট থেকে সাংবাদিকদের হুমকি দেয়া হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত আছে। হুমকি পাওয়া একজন সাংবাদিকের সাথে বিবিসির কথা হয়। কাশ্মীরে একজন সাংবাদিকের জীবন হচ্ছে ছুরির ওপর দিয়ে হাঁটার মত। আমরা সব সময়ই ভয়ে থাকি - বলেন তিনি।

কীসের ভয় - জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার দিকে ছুটে আসা বুলেটের ভয়। আমার পাশে কোন মোটরসাইকেল দাঁড়ালে আমার ভয় হয় যে, কেউ হয়তো বন্দুক বের করে আমাকে গুলি করবে, আর তার পর কে একাজ করলো তা কোন দিন জানা যাবে না - বলেন তিনি।

এর আগে ২০১৮ সালে একজন সম্পাদক সুজাত বুখারিকে শ্রীনগরে তার অফিসের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়। পুলিশ বলেছে এটা জঙ্গিরাই করেছে। পাঁচ বছর পরও ওই হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু হয়নি।

সংঘাতবিক্ষুব্ধ কাশ্মীরে একটি জায়গা ছিল যেখানে সাংবাদিকরা অবাধে একসাথে হতে পারেন, সেটি হলো শ্রীনগরের প্রেস ক্লাব। সাংবাদিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষারও জায়গা এটিই।

গত বছর সরকার এটি বন্ধ করে দিয়েছে। এটি এখন পুলিশের একটি অফিস। হুমকি পেলে সাংবাদিকরা যে কোথাও যাবেন তার আর সুযোগ নেই।

বিদেশী সাংবাদিকদের কাশ্মীরে যেতে হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি দরকার হয়, তবে তা পাওয়া খুবই বিরল। মে মাসে জি২০ সম্মেলনের সময় কয়েক বছর পর প্রথমবারের মত বিদেশী সাংবাদিকদের শ্রীনগরে যেতে দেয়া হয় - তবে তাদের গতিবিধি ও কাজের আওতা ছিল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। গত এক দশকে সারা ভারতেই সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে খর্ব হয়েছে - তবে কাশ্মীরের ক্ষেত্রে তা ঘটেছে চরম মাত্রায়। সুলতান পরিবারের বাড়ির বৈঠকখানায় সযত্নে রাখা আছে কাশ্মীর ন্যারেটরের একটি সংখ্যা - যাতে আসিফ সুলতান কাজ করতেন। তার বাবা ম্যাগাজিন খুলে আসিফের ছবি সহ তার করা একটি রিপোর্ট দেখালেন। তার নাতনিকেও বললেন, কার ছবি এটা। আমার বাবা, সে জেলে আছে - বললো আরিবা। মোহাম্মদ আশা করছেন, আরিবা বয়ঃপ্রাপ্ত হবার আগেই যেন আসিফ মুক্তি পান। আমি বুড়ো হচ্ছি - বলেন তিনি - কিন্তু ওর জন্য আমি বাবা ও দাদু দুই ভূমিকাই পালন করতে চেষ্টা করছি। কিন্তু আর কতদিন পারবো?

## টুকরো খবর

### কাসাভা উৎপাদন হচ্ছে দেশে কিন্তু বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কতটা

**ঢাকা ঃ** বাংলাদেশের কুমিল্লা, নেত্রকোনা ও পার্বত্য অঞ্চল সহ কিছু এলাকায় কাসাভা নামক একটি ফসলের চাষ হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন খাদ্য হিসেবে খুব বড় বাজার তৈরির সম্ভাবনা কম থাকলেও শিল্পখাতে এর ব্যাপক ব্যবহারের সম্ভাবনায় ক্রমশ এর আবাদ বাড়ছে। তবে আবাদ বাড়লেও চাষ পদ্ধতি, জমির প্রকার এবং বাজার এসব বিবেচনায় বাংলাদেশে কাসাভার ব্যাপক বানিজ্যিক চাষের সুযোগ কম বলেই বলছেন তারা। সরাসরি খাদ্য হিসেবে কাসাভার ব্যবহার বাংলাদেশে সীমিত হলেও গ্লুকোজ, বার্লি, সুজি কিংবা চিপসের মতো খাবার তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়। তবে এর সবচেয়ে বড় ব্যবহারের জায়গা হলো শিল্প খাত। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মোঃ সোলায়মান আলী ফকির বলছেন খাদ্যের চেয়ে শিল্পে এর ব্যবহার হয় বেশি। বিশেষ করে বস্ত্র ও ঔষধ শিল্পের জন্য কাসাভা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গ্লুকোজের অন্যতম মূল উপাদান কাসাভা। এছাড়া বস্ত্র শিল্পে কাপড়ের মাড় তৈরিতে এটা দরকার। এজন্য বাংলাদেশকে এসব উপাদান এখন বহুলাংশেই আমদানি করতে হয়। সে কারণেই খাদ্যের চাইতে শিল্পের জন্য বাংলাদেশে কাসাভার ভবিষ্যত ভালো, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। বাংলাদেশর কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডঃ মোঃ মনিরুল ইসলাম বলছেন তারা ইতোমধ্যেই দুটি জাতের কাসাভার অনুমোদন দিয়েছেন। বাংলাদেশে এখন কাসাভা স্টার্চের (মাড় যা বস্ত্র ও ঔষধ শিল্পে ব্যবহার হয়) বার্ষিক চাহিদা প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ টন। কিন্তু দেশে উৎপাদিত হয় ৫৬ হাজার টন উৎপাদিত। আবার প্রতি বছর চাহিদা বাড়ছে দশপনের শতাংশ হারে, বলছিলেন তিনি। তবে কৃষকরা কেউ কেউ বলছেন সব জমিতে ফসলটি হয় না আর কিছু বেসরকারি কোম্পানিই এখনো এর প্রধান ক্রেতা হওয়ায় অনেক সময় তারা ফসলটির যথাযথ মূল্য পান না। গত বছর প্রায় পনের একর জায়গায় কাসাভার চাষ করে ৫২ টনের মতো ফসল পেয়েছিলাম। কিন্তু সমস্যা হলো কোম্পানিগুলো যেভাবে দাম নির্ধারণ করে সেটাই মেনে নিতে হয়, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন কুমিল্লার লালমাই এলাকার কাসাভা চাষি ইকবাল হোসেন।

কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন মিষ্টি আলু বা কচুর ওলের মতো কন্দাল জাতীয় এ ফসলটি বাংলাদেশে অনেকের কাছে শিমুল আলু হিসেবে পরিচিত। দেখতেও অনেক মাটির নীচের আলুর মতোই। এর চাষ পদ্ধতি তুলনামূলক সহজ এবং গাছ লাগানোর এক বছর পরই ফলন পাওয়া যায়। এর জন্য খুব বেশি পরিচর্যাও দরকার হয় না। উচ্চ ক্যালরিযুক্ত কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ কাসাভার পরিষ্কার টিউবার সরাসরি বা সেদ্ধ করে কিংবা কাঁচাও খাওয়া যায়। আবার এর থেকে আটা পাওয়া যায়, যা দিয়ে রুটি, বিস্কুটসহ বিভিন্ন খাবার তৈরি করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ১০-১৫ বছর আগে এর চাষাবাদ লক্ষ্য করা যায়। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, জামালপুর, মৌলভীবাজার, টাঙ্গাইল ও পঞ্চগড়সহ বিভিন্ন এলাকায় এটি চাষ হচ্ছে। সাধারণত নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত কাসাভা সংগ্রহ ও রোপণ দুটোই একসাথে হয়। কৃষকরা কাসাভার ফসল তোলার পরপরই এর বীজ রোপণ করে। বাংলাদেশে সীমিত হলেও আফ্রিকার প্রায় ৮০ কোটি মানুষের প্রধান একটি খাদ্য এই কাসাভা। ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় অনেকের কাছে এটি খাবার হিসেবে জনপ্রিয়। দীর্ঘদিন ধরে কাসাভা নিয়ে গবেষণা করেছেন ডঃ মোঃ সোলায়মান আলী ফকির। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন যে কাসাভা চাষের জন্য কিছুটা উঁচু জমি দরকার হয়। ফলে এর জায়গা কিছুটা সীমিত। পতিত জায়গা, বাড়ির উঠোন বা পাহাড়ি এলাকায় এর চাষাবাদ হতে পারে। টাঙ্গাইলের মধুপুর ও অন্য পার্বত্য অঞ্চলে এটি আগে থেকেই ছিলও খাবার হিসেবে। অতিথি আপ্যায়নেও পাহাড়িরা এটি ব্যবহার করে থাকে। খুব অল্প খরচে এটি উৎপাদন করা যায়। একটা গাছে বিশ কেজি পর্যন্ত কাসাভা আমি নিজেই পেয়েছি, বলছিলেন তিনি।

সার্বিকভাবে খাদ্যের চাইতে শিল্পে কাসাভার ব্যবহার বেশি। বস্ত্র শিল্পে কাপড়ের মাড় তৈরিতে এটা দরকার হয়। কাগজ শিল্পেও ব্যবহৃত হয়। বিশ্বজুড়ে অবশ্য পশু খাদ্য, মানুষের খাদ্য, বস্ত্র আর ঔষধ শিল্পে এর ব্যবহার ব্যাপক। কাসাভা সংগ্রহের পর প্রক্রিয়াজাত করে স্টার্চ তৈরি করা হয়। এই স্টার্চ থেকেই গ্লুকোজ, বার্লি, সুজি, রুটিসহ বিভিন্ন ধরণের খাদ্য তৈরি করা যায়। বস্ত্র ও ওষুধ শিল্পে ব্যাপকভাবে কাসাভার স্টার্চ ব্যবহৃত হয়। ক্যাপসুলের কোটিং ও কিছু সিরাপ তৈরির জন্যও কাসাভা অপরিহার্য। জানা গেছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কাসাভা উৎপাদিত হয় নাইজেরিয়ায় এবং সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে থাইল্যান্ড। আবার ভারতেও এর উৎপাদন অনেক। ফলে সেখানে গড়ে উঠেছে কাসাভা প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প। ডঃ মনিরুল ইসলাম বলছেন বস্ত্র শিল্পে কাপড়ে যে মাড় ব্যবহার করা হয় তা তৈরি হয় কাসাভা প্রক্রিয়াজাত করেই। ফলে বাংলাদেশকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ স্টার্চ আমদানি করতে হয়।

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা মোঃ জোনায়েদ কবির খান বলছেন লালমাই পাহাড় এলাকায় অনেক চাষিই বেসরকারি কোম্পানিগুলোর সহায়তা নিয়ে কাসাভা চাষ করছেন। বেসরকারি কিছু কোম্পানি এখানে বিনিয়োগ করেছে। আমরাও সাধ্যমত কৃষকদের সহায়তার চেষ্টা করছি, বলছিলেন তিনি। বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত বেসরকারি কোম্পানি ২০১৮ সালে ছয় হাজার একর জমির মধ্যে ৩০ হাজার টন কাসাভা উৎপাদন করেছে। তার আগের বছরেও তারা ১৪ হাজার টন কাসাভা উৎপাদন করেছিল দেশের বিভিন্ন জায়গায়। আবার চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলায় কাসাভা চাষে কৃষকদের সহায়তা দিচ্ছে বারসিক নামক একটি এনজিও। সংস্থাটির আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মোঃ শহীদুল ইসলাম বলছেন যে ওই এলাকায় এখন ৭০ জনের মতো কৃষক কাসাভা চাষ করছেন এবং তারা বিভিন্ন জাতের কাসাভা কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করেছেন। এই এলাকাটি কিছুটা খরা প্রবণ। আর আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে খরার মধ্যে কাসাভা ভালো হয়। মূলত খরার কারণে যেন খাদ্যের অভাব না হয় সেজন্য এটি কৃষকদের দিচ্ছি আমরা। এখন আগে তারা দেখুক ও বুঝুক ফসলটি কেমন হয়। আমরা পর্যবেক্ষণ করছি, বলছিলেন মি. ইসলাম। তার মতে কাসাভা গাছ গরু ছাগল বা গবাদি পশু না খাবার কারণে এটি জমি আইলেও চাষ করা সম্ভব। আবার বাড়িতে পরিত্যক্ত বা অনাবাদী জমিতেও চাষ করা যায়। কাসাভার তরকারি ছাড়াও এটি পাউডার করে রুটিসহ নানা ধরনের মজাদার রেসিপি তৈরি করা যায়। কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন পাহাড়ি, টিলা কিংবা শুষ্ক এলাকাগুলোর যেখানে অন্য ফসল চাষ করা কঠিন সেখানেই কাসাভা ভালো চাষাবাদ হতে পারে। দেশের এমন জায়গাগুলো চিহ্নিত করে কাসাভা চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে পারলে এর ওপর আমদানি নির্ভরতা অনেকাংশেই কমানো সম্ভব।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
# জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
05:09:2023

## দেশের দশের কথা
## রাজনীতির তোলপাড়

### নির্বাচনের আগে সক্রিয় হয়ে উঠছে জোট রাজনীতি এবং তার হিসাবনিকাশ

**ঢাকা ঃ** বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। একদিকে ক্ষমতাসীন দল এবং তাদের সমমনা দলগুলো নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, অন্যদিকে বিরোধী দলগুলো নির্বাচন সামনে রেখে আরও জোরালো আন্দোলন শুরু করার ইঙ্গিত দিচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সামনের বছর জানুয়ারি মাস নাগাদ বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচনের ব্যাপারে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বহুপরিকর হলেও বিরোধী দলগুলো নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন চাইছে। নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক জোটগুলোর হিসাবনিকাশও এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে জোটের রাজনীতির সূচনা হয়েছিল ১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে তিনটি রাজনৈতিক দল একত্রে জোট করে আন্দোলন করেছিল। এরপর ১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে বিএনপি আর ১৯৯৬ সালে জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করেছিল আওয়ামী লীগ।

# রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে প্রবেশের দাবি ইউক্রেনের জেনারেলদের

**ইউক্রেন (এজেন্সী) ঃ** রাশিয়ার অভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে ইউক্রেনের সেনারা প্রবেশে করেছে বলে দাবি করেছেন দেশটির জেনারেলরা। এই গ্রীষ্মের শুরুতে পাল্টা আক্রমণ শুরু করার পর তারা আরও সংহত হয়ে উঠেছে।

যদিও রাশিয়ার দখল থেকে উদ্ধার করা এলাকার আয়তন এখনো খুবই ছোট হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি করেছেন কর্মকর্তারা।

ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর একজন উপদেষ্টা ইউরি শাক জানিয়েছেন, তাদের সৈন্যরা রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করেছে।

'এটা সত্যি। অল্প অল্প করে হলেও আমরা সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি,'' তিনি বলেন।

দক্ষিণাঞ্চলের যুদ্ধক্ষেত্রে দায়িত্বরত শীর্ষ জেনারেলদের একজন ওলেকসান্ডার তার্নাভাস্কি ব্রিটেনের অবজারভার পত্রিকাকে বলেছেন, 'আমরা এখন রাশিয়ার প্রথম আর দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইনের ভেতরে রয়েছি।'

তার এ বক্তব্যের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র জন কিরবির কথাতেও। শুক্রবার ওয়াশিংটনে তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, ইউক্রেনের সৈন্যরা 'দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা ব্যূহে বেশ ভালো সফলতা পেয়েছে'।

ইউক্রেনের শুরু করা পাল্টা আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে জাপোরিশার প্রায় ৫৬ মাইল দূরের একটি ছোট গ্রামের আশেপাশের এলাকা।

এক সপ্তাহ আগে ওই গ্রাম পুনরুদ্ধার করার পর পতাকা টাঙিয়ে দিয়েছিল ইউক্রেনের সেনারা। এখন তারা সেখানকার নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছে, যাতে রাশিয়ার গোলাগুলির মধ্যে না পড়ে আরও বেশি সৈন্য আর সাঁজোয়া যানগুলো চলাচল করতে পারে।

সেটা করা সম্ভব হলে ইউক্রেনের সৈন্যরা দ্বিতীয় আর তৃতীয় প্রতিরক্ষা লাইনের ভেতরে অবস্থান নিতে পারবে। তবে প্রথম প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করার মতো এটা সহজ হবে না।

ইউক্রেনের আরও কয়েকটি এলাকাতেও লড়াই চলছে, যদিও সেসব এলাকায় অগ্রগতির হার কম। কারণ এসব যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়ার বসানো মাইন, ট্যাঙ্ক বাহিনী, পরিখার মতো নানা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে।

যুদ্ধবিমানের সহায়তা ছাড়া আর রাশিয়ার গোলার মুখে ইউক্রেনের ছোট ছোট ইউনিটগুলো এসব প্রতিকূলতা মোকাবেলা ক্ষেত্র তৈরির চেষ্টা করছে, যাতে আরও বড় ধরনের হামলা চালানো যায়।

'যখন এসব এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিতে পারা যাবে, তখন আমাদের বাকি বাহিনী দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে,'' বলেছেন মি. শাক।

তবে ইউক্রেনের এসব দাবির গুরুত্ব কতটা, তা যাচাই করা কঠিন। কারণ দেশটির কর্মকর্তারা এসব হামলা বিস্তারিত জানাতে রাজি নন। তারা একটা ধোঁয়াশা তৈরি করে রাখতে যান, যাতে কিয়েভের উদ্দেশ্য রাশিয়ানরা বুঝতে না পারে।

স্পর্শকাতর কোন তথ্যই জানাতে চান না কিয়েভের কর্মকর্তারা। অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে যা ঘটছে, কর্মকর্তারা তার তুলনায় ভিন্ন রকম তথ্য দেন।

ইউক্রেনের ৪৬তম এয়ার অ্যাসল্ট ব্রিগেডের কাছে শনিবার এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চেয়েছিল বিবিসি।

তিনি বলেছেন, রাশিয়ার প্রথম প্রতিরক্ষা লাইনে বড় ধরনের লড়াই চলছে, তবে এখনো কেউ ব্যূহ ভেদ করতে পারেনি।

তবে এখানে বিবেচনায় নেয়ার মতো একটি বিষয় হলো, যুদ্ধ ক্ষেত্রে একেকটি ইউনিট আলাদা আলাদাভাবে কাজ করে। তারা শুধু তাদের ওপর দেয়া লক্ষ্য অর্জনের জন্যই চেষ্টা করে যায়। ফলে অন্য ইউনিট কী করছে বা কতটা অগ্রগতি করেছে, সেসব তথ্য তাদের কাছে নাও থাকতে পারে।

এরকম একটি ইউনিট, একটি স্বেচ্ছাসেবী ব্যাটেলিয়নের কমান্ডার, যার ছদ্মনাম 'শাকালা' রয়টার্স বার্তা সংস্থাকে বলেছেন, তার বাহিনীর সদস্যরা গত ২৬শে অগাস্টেই রাশিয়ার প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করেছে।

রবিবার তিনি বিবিসিকে বলেছেন, তার বাহিনীর সদস্যরা এখন আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আক্ষরিক অর্থেই আমরা জাপোরিশা অঞ্চল ধরে সাগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, একটি ভয়েস মেসেজে তিনি এই তথ্য জানিয়েছেন, তবে তিনি বিস্তারিত বলেননি।

আমি এখনি তাড়াহুড়ো করতে চাই না। তবে আমরা এবং নিয়মিত বাহিনীর সদস্যরা দ্রুত বিজয়ের জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করছি, তিনি বলেছেন।

ইউক্রেনের এই অভিযানের পুরোপুরি চিত্র এখনো পাওয়া না গেলেও, তাতে ক্রেমলিন যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, সেটা পরিষ্কার।

অন্যান্য এলাকা থেকে এলিট বাহিনীর সদস্যদের সরিয়ে নিয়ে এসে দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য মোতায়েন করতে শুরু করেছে রাশিয়া। বিশেষ করে প্রধান সড়ক এবং রেল সড়কের নিরাপত্তায় তাদের মোতায়েন করা হচ্ছে।

ওয়াশিংটন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্টাডি অব ওয়ারের তথ্য অনুযায়ী, গত জুন মাসের পর তৃতীয় দফায় এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।

আবারো এ ধরনের সেনা মোতায়েনের ঘটনায় এটা বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রক্ষা করা নিয়ে রাশিয়ার উদ্বেগ বাড়ছে, পহেলা সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা একটি বিশ্লেষণে এই তথ্য দিয়েছে সংস্থাটি।

ইউক্রেনের একজন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ বলেছেন, তাদের এখন প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, রাশিয়ার বাহিনীগুলোকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা তাড়িয়ে দেয়া, যাতে তারা ক্লান্ত হয়ে ওঠে এবং রিজার্ভ বাহিনীকে তলব করতে বাধ্য হয়। সেই সঙ্গে রাশিয়ার বাহিনীর দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করে তার সুযোগ নেয়া।

ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, কিয়েভ ভিত্তিক এমন একটি গবেষণা সংস্থা 'ইউক্রেনিয়ান সিকিউরিটি অ্যান্ড কোঅপারেশন সেন্টারের' কর্মকর্তা সের্হি কুয়ান বিবিসিকে বলেছেন, ইউক্রেনের বাহিনীর পরবর্তী কাজ হবে, তাদের নিয়ন্ত্রণ আরও সুদৃঢ় ও বিস্তৃত করা। সেটা না করা পর্যন্ত আরও গভীরে যেতে পারবে না আমাদের বাহিনী।

বিশেষ করে তাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, দক্ষিণাঞ্চলে রাশিয়াকে হটিয়ে দিয়ে ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

বিশেষ করে আযভ সাগরের মধ্যবর্তী এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেয়া, যার ফলে ক্রাইমিয়ার সঙ্গে মস্কোর ভূস্থলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

কিন্তু সেটা করা না গেলেও ওই এলাকায় রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকাগুলোর সরবরাহ ব্যবস্থা তারা ভেঙ্গে দিতে চায়।

কিন্তু সেটা করতে গিয়ে রাশিয়ার পাল্টা হামলার মুখেও পড়তে হবে তাদের।

সামনে আরও কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে, মন্তব্য করেছেন মি. কুয়ান।

# মহান দার্শনিক ও আদর্শ শিক্ষক ছিলেন ভূত পূর্ব রাষ্ট্রপতি ভারত রত্ন ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনন

**পোটকা (সুনীল কুমার দে) ঃ** উনবিংশ শতাব্দীকে নব জাগরণের যুগ বলা হয়।ভারতে সে সময় ধার্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক আদি প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছিলো,জাগরণ হয়েছিলো।প্রতি ক্ষেত্রে বড় বড় মহাপুরুষ, মনীষী, সাধু, মহাত্মা, কবি, লেখক, দার্শনিক,দেশভক্ত,নেতার আবির্ভাব হয়েছিলো।ডক্টর সর্ব পল্লী রাধাকৃষ্ণন তাদের মধ্যে একজন অমর নাম যিনি শিক্ষা,দর্শন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে দিকপাল ছিলেন।ডক্টর সর্ব পল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্ম হয়েছিলো মাদ্রাসের থিরুটনি গ্রামে ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ খ্রিস্তাব্দে।তাঁর পাঁচটি মেয়ে ও একটি পুত্র সন্তান ছিলো।তিনি প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করেছিলেন। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন।তিনি একজন ভারতের নাম করা দার্শনিক ও ছিলেন।রাজনীতির উপর ও তাঁর বিশেষ দখল ছিলো।তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।তিনি নির্দলিয় হিসাবে থাকতেন।তিনি ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে চতুর্থ ভাইস চান্সেলার ছিলেন।তিনি ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সভিয়েত উনিয়নের দ্বিতীয় রাজদূত ছিলেন।তিনি ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রথম উপ রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ছিলেন।তাঁকে ১৯৫৪ সালে ভারত রত্ন পুরস্কার দেওয়া হয়।তিনি ১৯৭৫ সালের ১৭ ই এপ্রিলে পরলোক গমন করেন।৫ ই সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মদিন টিকে ভারতে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয়।আজ শিক্ষক দিবস ও ডক্টর সর্ব পল্লী রাধাকৃষ্ণননের শুভ জন্মদিনে ওই মহান দার্শনিক ও আদর্শ শিক্ষেকর চরণে জানাই ভক্তি ও প্রণাম।

## রেমিট্যান্স হঠাৎ করে এতো কমে যাওয়ার কারণ কী?

**ঢাকা (এজেন্সী) ঃ** ফরিদপুরের বাসিন্দা জনি মিয়া (আসল নাম নয়) সৌদি আরবে মেকানিক হিসাবে কাজ করছেন গত সাত বছর ধরে। প্রতিমাসেই তিনি পরিবারের কাছে টাকা পাঠান। টাকা পাঠানোর জন্য তিনি জেদ্দার হামরার একটি এলাকার মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানে গিয়ে টাকা জমা দেন। এর দুই ঘণ্টার মধ্যে ঢাকায় তার পরিবারের কাছে টাকা পৌঁছে দেয়া হয়। জনি মিয়া বলছেন, 'ব্যাংকে যাওয়া ঝামেলা, কাগজপত্র চায়। আবার আমার বউকে টাকা তুলতে বাজারের ব্যাংকে যেতে হয়। তার চেয়ে এভাবে টাকা পাঠালে সহজে বাড়ির লোকজন হাতে টাকা পায়। আবার এখন দোকান থেকে পাঠালে ব্যাংকের চেয়ে কয়েক হাজার টাকা বেশিও পাওয়া যায়।' তিনি বলছিলেন, সৌদি আরবের যে বাড়িতে তিনি থাকেন, সেখানে আরও ছয়জন বাংলাদেশি আর চারজন ভারতীয় নাগরিক থাকে। তারা সবাই এভাবেই দেশে টাকা পাঠান। জনি মিয়া যে প্রক্রিয়ায় দেশে টাকা পাঠান, প্রচলিত ভাষায় তাকে হুন্ডি বলা হয়। যা আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ অর্থ লেনদেন। তবে সেই বিষয়ে জনি মিয়ার পরিষ্কার কোন ধারণা নেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্যে জানা যাচ্ছে, সদ্য সমাপ্ত অগাস্ট মাস শেষে প্রায় ১৬০ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। অথচ গত বছর এই মাসে রেমিট্যান্স এসেছিল ২০৩ কোটি ডলার। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় অগাস্ট মাসে রেমিট্যান্স কমেছে ২১.৪৮ শতাংশ। এমন সময়ে রেমিট্যান্স কমছে, যখন বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নিয়ে সংকটের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। দেশে ডলার সংকট চরম আকার ধারণ করেছে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতে। এর আগে এপ্রিল এবং মে মাসেও রেমিট্যান্স অনেক কম এসেছিল। তবে ঈদের মাস হওয়ায় জুন মাসে ২.২০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আসে। এরপর আবার কমতে শুরু করেছে। হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠানোই বাংলাদেশে প্রবাসী আয় কমে যাওয়ার বড় কারণ হিসেবে মনে করছেন ব্যাংক খাতের সাথে সংশ্লিষ্টরা। যদিও এর কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। এভাবে টাকা পাঠানোর কারণে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান খাত রেমিট্যান্স বা প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ আসলে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে দেশে আসে না বা সরকারি হিসাবে যোগ হয় না। বৈধ চ্যানেলের বাইরে প্রবাসীরা তাদের আয় করা অর্থ দেশে পাঠিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করলেও আসলে ডলার, রিয়েল, দিনার বা রিঙ্গিত আসলে সেই দেশেই থেকে যায়। প্রবাসী বাংলাদেশি যে দেশে রয়েছে, তিনি সেদেশের মুদ্রায় পেমেন্ট করেন। অন্যদিকে বাংলাদেশি টাকায় এখানে তার স্বজনদের বিনিময় মূল্য দিয়ে দেয়া হয়। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী,গত বছর বাংলাদেশে থেকে বিদেশে গিয়েছে ১১ লাখ ৩৫ হাজার শ্রমিক, যা আগের বছর ছিল ৬ লাখ ১৭ হাজার। সব মিলিয়ে বিদেশে বাংলাদেশের ২ কোটি ১১ লাখের বেশি শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। এর বাইরে শিক্ষার্থী, অবৈধ কর্মী এবং অনিবাসী বাংলাদেশি মিলিয়ে অর্ধ কোটির মতো মানুষ বিভিন্ন দেশে রয়েছেন, যাদের অধিকাংশই দেশে টাকা পাঠান। প্রবাসী আয়ের ওপর দুই শতাংশ হারে প্রণোদনা দিচ্ছে সরকার। তারপরেও রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় আসার হার কমছে কেন? এই খাতের সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ব্যাংকিং খাত এবং খোলা বাজারে ডলারের লেনদেনে বড় পার্থক্য তৈরি হওয়ার কারণেই আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে প্রবাসী আয় আসা কমে গেছে। ফলে বৈধ চ্যানেলে না এসে সেটা হুন্ডির কবলে পড়ে যাচ্ছে। ডলারের অভিন্ন বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করার জন্য গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের বিনিময় হার বেধে দিতে শুরু করেছে মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ ফর এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) এবং ব্যাংকার্সদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি)। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী এই দুটি সংগঠন যৌথভাবে ডলারের দর বেঁধে দেয়। সব ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই দরে লেনদেন করতে বাধ্য, না হলে জরিমানার মুখোমুখি হবে। এতে দেশের বাজারে আমদানির ক্ষেত্রে অভিন্ন ডলার পাওয়া গেলেও বৈধ পথে রেমিট্যান্স আসার প্রবণতা কমতে শুরু করে। কারণ খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স আসলে ডলার প্রতি পাওয়া যাচ্ছে ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা। তার সঙ্গে প্রণোদনার দুই শতাংশ যোগ করে বিনিময় মূল্য দাঁড়ায় ১১১ টাকা ৬৯ পয়সা। কিন্তু হুন্ডির মাধ্যমে বা খোলা বাজারে (কার্ব মার্কেটে) ডলার বিক্রি হচ্ছে ১১৭ থেকে ১১৮ টাকা ৫০ পয়সা দরে। ফলে যারা আগে বৈধ চ্যানেল ব্যবহার করে টাকা পাঠাতেন, এমন অনেকে এখন হুন্ডির পথ বেছে নিয়েছেন। অন্যদিকে ডলারের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় খোলা বাজারেও ডলারের দাম বেড়েছে। মালয়েশিয়ার এরকম একজন বাসিন্দা রুবেল হোসেন বলেন, 'প্রতি মাসেই দেশে টাকা পাঠাতে হয়। আগে তো ব্যাংকের মাধ্যমেই পাঠাতাম। কিন্তু এখন বাইরে থেকে পাঠালে চার পাঁচ হাজার টাকা বেশি লাভ হয়। তাই এভাবে পাঠানো শুরু করেছি।' তিনি জানান, কুয়ালালামপুরে বেশ কিছু দোকান রয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড ঝুলানো থাকে। সেখানে গিয়ে টাকা জমা দিলে বাংলাদেশের স্বজনদের মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অথবা সরাসরি টাকা পৌঁছে দেয়া হয়।

# পুতিনের অধীনে যেভাবে রুশ কূটনীতির মৃত্যু ঘটেছে

**মাস্কো (এজেন্সী) ঃ** একটা সময় ছিল যখন রাশিয়ার কূটনীতিকরা প্রেসিডেন্ট পুতিনের পররাষ্ট্রনীতির কৌশল প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন। কিন্তু এখন তা একদম বদলে গেছে।

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পুরোদমে যুদ্ধ শুরুর আগের বছরগুলোতে কূটনীতিকরা তাদের কর্তৃত্ব হারালেন। তাদের ভূমিকা খর্ব হলো, ক্রেমলিনের আক্রমণাত্মক কথাবার্তার প্রতিধ্বনি করাই তাদের কাজ হয়ে দাঁড়ালো।

রুশ কূটনীতি কীভাবে ভেঙ্গে পড়লো তা জানতে বিবিসি রাশিয়ান কথা বলেছে সাবেক পশ্চিমা কূটনীতিক এবং ক্রেমলিন ও হোয়াইট হাউজে কাজ করা সাবেক অনেক কর্মকর্তার সঙ্গে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড ২০২১ সালের অক্টোবরে মস্কোতে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে এক বৈঠকে যোগ দিতে গেলেন। টেবিলে তার উল্টোদিকে বসা রাশিয়ার ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ। মিজ নুল্যান্ড তাকে চেনেন বহু দশক ধরে, তাদের দুজনের সম্পর্কও বেশ ভালো।

মি. রিয়াবকভকে তিনি একজন বাস্তববাদী এবং শান্ত মধ্যস্থতাকারী হিসেবেই বিবেচনা করতেন। দুই দেশের সম্পর্ক যতটাই খারাপ হোক, যার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন কূটনীতিক হিসেবে তিনি কথা বলতে পারেন।

কিন্তু এবার মনে হলো পরিস্থিতি যেন ভিন্ন।

মি. রিয়াবকভ এক টুকরো কাগজ থেকে মস্কোর আনুষ্ঠানিক অবস্থান সম্পর্কে গড়গড় করে কিছু পড়ে গেলেন। মিজ নুল্যান্ড কথাবার্তা শুরুর চেষ্টা করতেই তা থামিয়ে দিলেন। মিজ নুল্যান্ড বেশ হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। এ বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এমন দুজনের ভাষ্য এরকমই।

ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড নাকি পরে মি. রিয়াবকভ এবং তার সহকর্মীদের 'কাগজ হাতে রোবট' বলে বর্ণনা করেন। তবে স্টেট ডিপার্টমেন্ট এ ঘটনা নিয়ে কোন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানায়।

তবে এই বৈঠক যে রুমে হচ্ছিল, তার বাইরে রুশ কূটনীতিকরা অনেক বেশি অকূটনৈতিক ভাষা ব্যবহার করছিলেন।

মার্কিন কূটনীতিক ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড নাকি রুশ কূটনীতিকরা যেভাবে 'রোবটের মতো' কথা বলছিল, তাতে বেশ হতবাক হয়েছিলেন।

আমাকে কথা বলতে দিন। নইলে রুশ গ্রাড মিসাইল কী করতে পারে সেটা আপনারা শুনতে পাবেন।

মূর্খের দল, আরেকজন গালি দিয়ে বলছিল। এসব কথা এমন সব লোকের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছিল যারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সব দায়িত্বে ছিলেন।

কীভাবে রুশ কূটনীতি এরকম একটা জায়গায় এসে পৌঁছালো?

এটা এখন কল্পনা করাও কঠিন, কিন্তু ২০০০ সালে মি. পুতিন নিজে বিবিসিকে বলেছিলেন, রাশিয়া নেটো জোটের সঙ্গে সহযোগিতা করতে... এমনকি এই জোটে যোগদান করতেও প্রস্তুত। আমার দেশ ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন এটা আমি কল্পনা করতে পারি না, বলছিলেন তিনি।

তবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেই শুরুর দিনগুলিতে মি. পুতিন পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে বেশ উদগ্রীব ছিলেন, বিবিসিকে জানালেন ক্রেমলিনের এক সাবেক কর্মকর্তা।

রুশ কূটনীতিকরা তখন মি. পুতিনের টিমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চীন এবং নরওয়ের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে তারা সাহায্য করছেন, এরপর ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে আরও গভীর সহযোগিতার কথাবার্তা হচ্ছে। জর্জিয়ায় এক বিপ্লবের পর সেখানে শান্তিপূর্ণ উত্তরণ কিভাবে নিশ্চিত করা যায় সেটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু মি. পুতিন আরও ক্ষমতাশালী এবং অভিজ্ঞ হয়ে উঠার পর তিনি ক্রমশ বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে সবকিছুর উত্তর তার কাছেই আছে এবং কূটনীতিকদের আর দরকার নেই, বলছিলেন কার্নেগি রাশিয়া ইউরেশিয়া সেন্টারের পরিচালক আলেক্সান্ডার গাবুয়েভ। তিনি এখন বার্লিনে নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। একটা নতুন গৃহযুদ্ধ যে শুরু হতে যাচ্ছে তার প্রথম সংকেত পাওয়া যায় ২০০৭ সালে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে মি. পুতিনের দেয়া এক ভাষণে।

তিরিশ মিনিটের সেই তীব্র আক্রমণাত্মক ভাষণে তিনি পশ্চিমা দেশগুলো একটি একক মেরুর বিশ্ব গড়ে তুলতে চাইছে বলে অভিযোগ করলেন। এরপর রুশ কূটনীতিকরা তার পথ অনুসরণ করে একই ভাষায় কথা বলা শুরু করলেন। এক বছর পর রাশিয়া যখন জর্জিয়ায় অভিযান চালালো, রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ নাকি তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড মিলিব্যান্ডকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আমাকে লেকচার দেয়ার তুমি কে?

পশ্চিমা কূটনীতিকরা তখনো ভাবছিলেন রাশিয়ার সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া দরকার। ২০০৯ সালে মি. লাভরভ এবং তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিংটন দুই দেশের সম্পর্কে নতুন করে শুরু করার জন্য এক সঙ্গে একটি লাল 'রিসেট বাটন' চাপলেন। এরপর মনে হচ্ছিল দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা শুরু হচ্ছে, বিশেষ করে নিরাপত্তা ইস্যুতে।

কিন্তু মার্কিন কর্মকর্তাদের কাছে শীঘ্রই এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে রুশ কর্মকর্তারা আসলে প্রেসিডেন্ট পুতিনের পশ্চিমাবিরোধী কথাবার্তাই তোতাপাখির মতো পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন, বলছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ডেপুটি নিরাপত্তা উপদেষ্টা বেন রোডস।

প্রেসিডেন্ট ওবামা এবং মি. পুতিনের মধ্যে ২০০৯ সালের এক ব্রেকফাস্টের কথা স্মরণ করছিলেন মি. রোডস। তিনি বলেন, সহযোগিতা নিয়ে আলাপের পরিবর্তে মি. পুতিন বেশি আগ্রহী ছিলেন বিশ্ব নিয়ে তার নিজের ভাবনা তুলে ধরতে। তিনি মি. ওবামার পূর্বসূরি জর্জ ডাব্লিউ বুশের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনেন।

২০১১ সালে শুরু হলো আরব বসন্ত, যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়ে পড়লো লিবিয়ার সংঘাতে এবং রাশিয়ার রাজপথে ২০১১ এবং ২০১২ সালে প্রতিবাদবিক্ষোভ শুরু হলো। তখন মি. পুতিন সিদ্ধান্ত নিলেন যে কূটনীতি দিয়ে তিনি খুব বেশি দূর যেতে পারবেন না, বলছিলেন মি. রোডস। কিছু কিছু বিষয়ে বিশেষ করে ইউক্রেনের ক্ষেত্রে রুশ কূটনীতিকদের কোন ধরণের প্রভাব ছিল বলে আমার মনে হয়নি বলছিলেন মি. রোডস।